NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ খোয়াজাকে আউট করে কনস্টাসের দিকে সটান তেড়ে গেলেন বুমরাহ

রোহিত-গম্ভীর ফাটল আরও চওড়া, কথা নেই দু'জনের ৭

কলকাতা ৪ জানুয়ারি ২০২৫ ১৯ পৌষ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.01.2025, Vol.18, Issue No. 204, 8 Pages, Price 3.00

ভোটের দিল্লিতে কেজরি ও আপকে জোড়া নিশানা মোদির

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: দিল্লির বিধানসভা ভোটের প্রচারের সূচনা করে শুক্রবার এই ভাষাতেই সেখানকার আম আদমি পার্টি (আপ)-র সরকারকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অশোক বিহারের রামলালা ময়দানে বিজেপির জনসভায় তাঁর মন্তব্য, 'আপ নামের এই আপদ গত ১০ বছর ধরে দিল্লিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।' আপ প্রধান তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল দ্রুত মোদির অভিযোগের জবাবও দিয়েছে শুক্রবার।

বিজেপির জনসভা থেকে নাম না করে ব্যক্তি কেজরিকেও নিশানা করেন মোদি। বলেন, 'আন্না হাজারের আন্দোলনকে সামনে রেখে কিছু কট্টর বেইমান ক্ষমতায় এসেছিল। তারাই এই আপদের সৃষ্টিকর্তা।' সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কেজরির বাসভবন সংস্কারে বিপুল ব্যয় নিয়েও খোঁচা দেন মোদি। বলেন, 'আমি চার কোটি গৃহহীনকে ঘর দিয়েছি। চাইলে নিজের জন্যেও ওঁর মতো শিশমহল বানাতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি।'

আর মোদির 'শিসমহল' মন্তব্য সম্পর্কে কেজরি বলেন, 'আমি ব্যক্তিগত আক্রমণের কোনও জবাব দিতে চাই না।' সেই সঙ্গে মোদির 'আপ-দ' মন্তব্য সম্পর্কে কেজরির জবাব, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যদি সত্যিই দিল্লির জন্য কোনও কাজ করত, তবে মোদিকে আজ তাঁর ৪৩ মিনিটের বক্তৃতার ৩৯ মিনিট ধরে গত এক দশক আমাদের জেতানোর জন্য দিল্লির আমজনতাকে দুষতে হত না।'

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দিল্লির তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কেজরির বাসভবন সংস্কারে বিপুল ব্যয়ের ঘটনা নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। সে সময় দিল্লির সিভিল লাইনে কেজরি তাঁর বাসভবনের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য ৪৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন বলে অভিযোগ তুলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি লিখেছিলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয়কুমার সাক্সেনা। সেই প্রসঙ্গ তুলেই কেজরিকে নিশানা করেন মোদি।

রামলীলা ময়দানের মোদির সভার পরেই 'প্রত্যুত্তর' এসেছে আপের তরফে। দলের নেতা তথা দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ শুক্রবার বলেন, 'একজন প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্য তাঁর পদের গরিমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গত ১০ বছর দিল্লির অর্ধেক কাজের ভার ছিল আমাদের হাতে। বাকি অর্ধেক কেন্দ্রের হাতে। আমরা জল সরবরাহ, নিকাশি, বিদ্যুৎ বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছি।' সৌরভের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভপ্রকাশের পরই দেউচা পাঁচামির কাজ খতিয়ে দেখলেন মুখ্যসচিব-ডিজি

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

একেই বলে, যেমন কথা তেমন কাজ!

বৃহস্পতিবার দেউচা পাঁচামি প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই শুক্রবার মহম্মদবাজারে প্রকল্পের কাজ নিয়ে বৈঠক করেন সচিব মনোজ পন্থ। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তা। বৈঠক শেষে মুখ্যসচিব বলেন, 'দেউচা পাঁচামি মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। গ্রামবাসীদের স্বার্থে এলাকায় সামাজিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাও সম্পূর্ণ হবে।'

নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে দেউচা পাঁচামি প্রকল্পের ধীর অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়েন জেলাশাসক বিধান রায়। জেলাশাসকের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেউচা পাঁচামিতে কে কী করছে জানি, বীরভূম নিয়ে আগে খুশি ছিলাম, এখন নই। সাতদিন সময় দিচ্ছি। সব সমাধান করো।' এছাড়াও খাপছাড়াভাবে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বিক্ষিপ্তভাবে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এদিন মুখ্যসচিব জানান, 'পুরো এলাকার মধ্যে কিছু জায়গা চিহ্নিত করে, খনন করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা প্রথম ধাপে ৩২৬ একর জমিতে কাজ শুরু করব। আরও ৪০ একর জমি আমরা নেব, যা পরে যুক্ত করা হবে।'

শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ বোলপুর স্টেশনে নামেন মুখ্যসচিব ও ডিজি। সেখান থেকে মহম্মদবাজার বিডিও অফিসের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। সেখানেই একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতি কাজল শেখ ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। বৈঠকের শেষে স্থানীয় আদিবাসী নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তাঁরা।

বৈঠকের পর সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যসচিব পন্থ বলেন, 'এটা আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আজ আমরা বৈঠক করেছি। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে উপর অংশের মাইনিং শুরু হবে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিংয়ের টেন্ডারিংয়ের কাজ শুরু হবে। এখানে ২.১ বিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা রয়েছে বলে অনুমান। প্রকল্প শুরু হলে অনেক কর্মসংস্থান হবে। গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।'

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি হতে চলেছে দেউচা পাঁচামি। কয়লাখনি প্রকল্পের জন্য মোট প্রতি ৩৪০০ একর জমি নেওয়ার কথা জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। ২০২১ সালেই এই প্রকল্পের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্যাকেজ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল। পুনর্বাসন ও প্যাকেজ ঘোষণার পর ধাপে ধাপে তা মিটিয়ে দেওয়া হয় প্রতিশ্রুতি মতো জমি হারাদের পুলিশে কনস্টেবল ও গ্রুপ ডি পোস্টে বিভিন্ন বিভাগে ইতিমধ্যেই চাকরি দিয়েছে রাজ্য সরকার। সব ঠিক চললে আগামী কয়েক মাসেই ডেউচা পাঁচামি কয়লা কোলব্লক থেকে উত্তোলন হবে কয়লা।

চিনে চোখ রাঙাচ্ছে নতুন মারণ ভাইরাস

বেজিং, ৩ জানুয়ারি: করোনার দিনগুলি এখনও মানুষের মনে টাটকা। অনেকটাই তেমন আতঙ্কই ফের মাথাচাড়া দিয়েছে চিনে। তবে কোভিড-১৯ নয়, এই মুহূর্তে চিনে দাপাচ্ছে হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস তথা এইচএমপিভি। মূলত শিশু ও বয়স্ক মানুষরাই আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। এমনই দাবি সোশাল মিডিয়ার অসংখ্য পোস্টে। যাকে ঘিরে বাড়ছে আশঙ্কা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন, চিনে নাকি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভিড় জমছে হাসপাতাল ও কবরখানায়। কিন্তু সরকারি ভাবে এই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা করা হয়নি। মূলত ফুসফুসে হানা দিচ্ছে এই ভাইরাস। বাড়ছে নিউমোনিয়া এবং হোয়াইট লাং। সোশাল মিডিয়ায় নানা ভিডিও-ও ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সব ভিডিওয় হাসপাতালে ভিড় করা মানুষের অসহায় অবস্থান দেখলে আতঙ্ক জাগে। সাধারণ সর্দিকাশির মতোই সংক্রমণের চিহ্ন দেখা যায়। নাক দিয়ে লাগাতার জল পড়া, গলায় অসম্ভব ব্যথার মতো নানা উপসর্গ থাকছে। শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা রীতিমতো প্রাণঘাতী হতে পারে। এছাড়া যাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাঁরাও গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।

এদিকে দাবি, শীতকালে এইচএমপিভির প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। কেবল ওই ভাইরাসই নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াও বাড়ছে। এবং গোদের উপরে বিষফোঁড়ার মতো অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিড ভাইরাসেও।

সমঝোতা উড়িয়ে লাদাখের কিছু অংশ নিয়ে নতুন দাবি চিনের

বরদাস্ত করা হবে না, জানাল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: লাদাখের কিছু অংশকে চিন নিজেদের বলে দাবি করায় প্রতিবাদ জানাল ভারত। বিদেশ মন্ত্রক থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বেআইনি ভাবে চিনা দখলদারিকে কোনও ভাবেও মেনে নেওয়া হবে না। লাদাখে ভারত-চিন সীমান্তে অচলাবস্থা কাটিয়ে সবে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে চিনের দাবি ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধল লাদাখ সীমান্তে।

বিতর্কের সূত্রপাত গত ২৭ ডিসেম্বর। চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়, উত্তর পশ্চিম চিনে দু'টি নতুন প্রদেশ তৈরি হয়েছে; হেয়ান প্রদেশ এবং হেকাং প্রদেশ। শিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর স্বশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন এই দু'টি নতুন প্রদেশের কথা ঘোষণা করে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং স্টেট কাউন্সিলও এই দু'টি নতুন প্রদেশে অনুমোদন দিয়েছে বলে দাবি করা হয় সে দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমে। এই দু'টি প্রদেশকে পরিচালনা করা হবে হোতান শহর থেকে। চিনের দাবি করা এই দু'টি প্রদেশের মধ্যে পড়ছে লাদাখের কিছু অংশও। চিনের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিমধ্যে বেজিংকে কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছে দিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, ওই 'তথাকথিত প্রদেশগুলি'র একটি অংশ লাদাখের মধ্যে পড়ছে। ভারতীয় ভূখণ্ডে বেআইনি ভাবে চিনা দখলদারি কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, 'নতুন প্রদেশ তৈরির ফলে ওই অঞ্চলে আমাদের সার্বভৌমত্বের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। চিনের অবৈধ ভাবে কিংবা জোর করে দখল করাকেও বৈধতা দেওয়া হবে না। আমরা কূটনৈতিক স্তরে চিনকে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি।'

ফের বাড়ছে পাউরুটির দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সপ্তাহ থেকে বাড়তে চলেছে পাঁউরুটির দাম। কয়েকটি উৎপাদনকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে ২০০ গ্রাম ও ৪০০ গ্রাম পাঁউরুটির দাম বাড়ছে। যদিও ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, দামবৃদ্ধির কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা। কয়েকটি সংস্থা নিজেদের মতো করে দাম বাড়িয়ে কালোবাজারি বা সিন্ডিকেট চালাতে তৎপর। তা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। তবে সিদ্ধান্ত যারই হোক, এই সিদ্ধান্তে একেবারে হতাশ মধ্যবিত্ত। গড়ে ৪ থেকে ৬ টাকা দাম বাড়ায় নিত্যদিন পাঁউরুটি খাওয়া কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে চিন্তিত তাঁরা।

মণিপুরে লাগাতার অশান্তি নিয়ে দুঃখপ্রকাশ বীরেনের

ইম্ফল, ৩ জানুয়ারি: মণিপুরের অশান্তির জন্য সম্প্রতি রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। এ বার সেই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। বীরেনের বক্তব্য, তিনি ক্ষমা চেয়েছেন কেবল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে। জঙ্গিদের কাছে তিনি কোনও ক্ষমা চাননি।

গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে গোষ্ঠী হিংসায় উত্তাল মণিপুর। এ পর্যন্ত কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন আরও অনেকে। এই আবহে গত ৩১ ডিসেম্বর বীরেন রাজ্যবাসীকে অতীতের ঘটনাগুলি ভুলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, 'গত বছরের ৩ মে থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, তার জন্য আমি রাজ্যের জনগণের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। বহু মানুষ প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। অনেককে ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

মণিপুরে বিজেপি শাসিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই কংগ্রেস বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুরু করে। কংগ্রেস শিবিরের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর এই ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট নয়। কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুরে আসছেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। তিনি কি তা হলে মণিপুরে অশান্তি ছড়ানো জঙ্গিদের কাছেও ক্ষমা চাইলেন, এমন প্রশ্নও ইতিউতি উঁকি মারতে শুরু করে। এই অবস্থায় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, যাঁরা তাঁর মন্তব্য নিয়ে রাজনীতি করছেন, তাঁরাই আসলে মণিপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। বীরেন বলেন, 'যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। জঙ্গিদের কাছে আমি কেন ক্ষমা চাইতে যাব? ঘরছাড়া নিরীহ সাধারণ মানুষের কাছে আমি ক্ষমা চেয়েছি।'

গত বছরের মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ঘিরে উত্তপ্ত মণিপুর। মাঝে কিছু দিন বিরতির পর গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক বাড়িঘর। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে মণিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের বেশ কয়েক জন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। রাজ্যের পাঁচ জেলায় জারি করা হয় কার্ফু। ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। চলতি মাসেও মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের বাড়ির অদূরে বোমা পাওয়া গিয়েছে। আঁটসাঁট করা হয়েছে বীরেনের নিরাপত্তা।

৩১ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চাওয়ার পরেও মণিপুরে অশান্তি থামেনি।

কুয়াশার চাদরে ঢাকল দিল্লি-সহ উত্তর ভারত

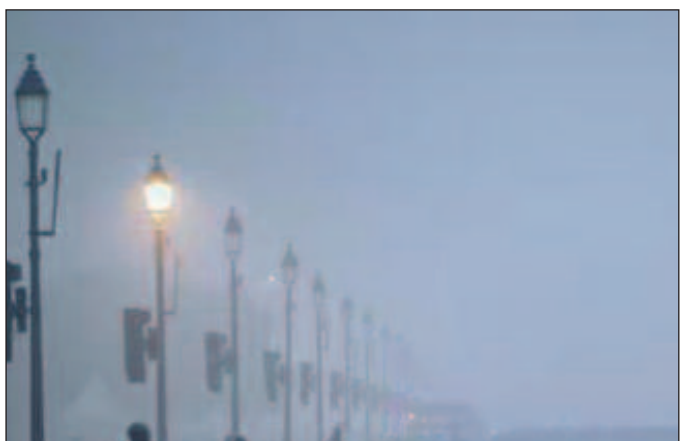

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাটতেই দাপট বাড়ল উত্তুরে হাওয়ার। আর তাতেই পারদ পতন উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে। সঙ্গে ঘন কুয়াশা। যার জেরে ট্রেন ও বিমান চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। রাজধানী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি এয়ারপোর্ট ২০২টি বিমান দেরিতে চলছে। দৃশ্যমানতা কার্যত শূন্যে নেমে এসেছে। দিল্লিগামী প্রায় ২৪টি ট্রেন দেরিতে চলছে। বহু ট্রেনের যাত্রার সময় বদল করা হয়েছে। দিল্লি, লখনউ, বেঙ্গালুরু, অমৃতসর ও গুয়াহাটিতে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দিল্লির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ৭.৬ ডিগ্রি। যা এই মরশুমে রাজধানীর পঞ্চম শীতলতম দিন। সঙ্গে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

জানা যাচ্ছে, সকাল ৮টা নাগাদ দিল্লির পালাম এয়ারপোর্টে দৃশ্যমানতা শূন্যতে নেমে আসে। অন্যদিকে, নয়াদিল্লির সফদরজং বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নামে। দুটি বিমানবন্দরেই বাণিজ্যিক বিমান ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খারাপ আবহাওয়ার জেরে স্পাইসজেট, ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দেরিতে চলছে। স্পাইসজেটের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অমৃতসর ও গুয়াহাটিতে খারাপ আবহাওয়ার জন্য তাদের সংস্থার বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। ইন্ডিগো দিল্লি, অমৃতসর, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি রুটে বিমান চলাচলে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে। দৃশ্যমানতা বা আবহাওয়ার উন্নতি না হলে বিমান বাতিল করা হতে পারে বলেও যাত্রীদের জানিয়েছে বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্স।

শুধু বিমান নয়, খারাপ আবহাওয়ার জন্য ট্রেন চলাচলেও বিঘ্ন ঘটেছে। দিল্লিগামী প্রায় ২৪টি ট্রেন দেরিতে চলছে। অযোধ্যা এক্সপ্রেস ৪ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। এদিকে গোরখধাম এক্সপ্রেস দুই ঘণ্টারও বেশি দেরিতে চলছে। বিহার ক্রান্তি এক্সপ্রেস এবং শ্রম শক্তি এক্সপ্রেস তিন ঘণ্টারও বেশি দেরিতে চলছে খবর।

শুক্রবার দিল্লি, অমৃতসর, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, লখনউ ঘন কুয়াশার সর্তকবার্তা জারি করেছে মৌসম ভবন। হিমাচল প্রদেশের একাংশ ও লাদাখে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। এদিকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে বঙ্গেও। কাঁপছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপামাত্রা ১৩.২ ডিগ্রি। পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গও। জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা আবহাওয়া দপ্তরের রেকর্ড বলছে শুক্রবার জলপাইগুড়ির মরশুমের সবচাইতে শীতলতম দিন। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এসে নেমেছে ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujay Koley ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kamal Koley ও S. P. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৬৮ নং এফিডেভিট বলে Bhola Adhikari ও Vola Adhikari S/o. Balai Adhikari সাং ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১২৬ নং এফিডেভিট বলে Suryendra Chakrabarty S/o. Sankar Prasad Chakrabarty ও Suryendra Chakraborty S/o. Lt. S. P. Chakraborty সাং বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Mondal S/o. Rajyeswar Mondal R/o. 2 No. Rabindranagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rajyeswar Mondal, Rajeswor Mondal & Rajeswar Mondal সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩ নং এফিডেভিট বলে Pranab Kumar Pal S/o. Kamala Kanta Pal ও Pranab Kr. Paul S/o. K. K. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৬০০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Srikanta Das S/o. Mrityunjay Das (old name) R/o. Boinchipota, Singur, Hooghly-712409, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shrikanta Das S/o. Mrityunjoy Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Srikanta Das S/o. Mrityunjay Das & Shrikanta Das S/o. Mrityunjoy Das সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I, SUJOY GAYEN, S/o- MILAN GAYEN, VILL.- JAMAIBATI, P.O.- BRAHMAN PARA, P.S.- HARIPAL Shall henceforth be known as SUJOY GAYEN vide an affidavit sworn before the Chandannagar Court at 30.07.2024, Sl. No. 3907. That SUJOY GAYEN and SUJAY GAYEN is the same one and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা জানুয়ারি। ১৯শে পৌষ। শনি বার। শুক্লা পঞ্চমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী ও, বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

সেখ আজহার আলী ওরফে আজাহার আলী পিতা সেখ আলি শোভান হাল সাকিম বি৩/১২ ইকোনমি এ্যাপার্টমেন্ট, জে. সি. খান রোড, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৯, সাবেক সাকিম জগন্নাথপাড়া, রোসনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ বিগত ইং 31/07/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7191/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**আসিফ আলি** পিতা সেখ আকতার আলি সাকিম জগন্নাথপাড়া, রোসনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং 14/05/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5092/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ হাফিজুর রহমান** পিতা সেখ আব্দুল অহেদ সাকিম জামপুর, পুঁইনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা গোয়ে, ৬২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫/১ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৯ নং তথা হাল এল.আর. ৪৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৮ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ হাফিজুর রহমান** পিতা সেখ আব্দুল অহেদ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **আসিফ আলি**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী সুনীল কুমার দে, পিতা- ব্রজেন কুমার দে, সাকিম- মারসীট, পোঃ ও থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯, বিগত ইং- ০৯/০২/২০১৮ তারিখে ডি.এস. আর.-১ হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত - IV-73/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে (**মহম্মদ শাহজাহান**, পিতা- মহ: বরকতুল্লাহ, সাকিম- দয়ালনগর, পোঃ ও থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আম মোক্তার নামা দলিল বলে আমি বিগত ইংরাজী ০৯/১১/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত- I- 3169/2020, নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **চৈতন্য সরকার**, পিতা- নিতাই সরকার, সাকিম- চন্দ্র হাটি, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৪৯ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা- পান্ডুয়া, মৌজা- চন্দ্রহাটি, জে.এল. নং -১১৩ হাল খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ৪৭৩ দাগে ডাঙ্গা জমি ১.০০০০ অংশে ১৫ শতকের মধ্যে ৯ শতক তন্মধ্যে উত্তরাংশে ৪.৫ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির মধ্যে ২.৬৬ শতক বিক্রীত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **চৈতন্য সরকার**, পিতা- নিতাই সরকার, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি - মহম্মদ শাহজাহান**
আমমোক্তার

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, সাং আড়গোড়ী নন্দীপাড়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। রামপ্রসাদ নস্কর সহ ও অন্যান্যদের নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজ কুমার গুপ্তা, এর নিকট থেকে DSR-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 5205/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 341, RS DAG No. 3972 & LR DAG No. 3976 নং দাগে 2.175 শতক জমি 6264/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী বিভাস বিশ্বনাথ বেলেল @ বিভাস বেলেল, পিতা ঁবিশ্বনাথ বেলেল, সাং A-604, OM Sai Samarpan Chs Ltd. Navghar Road, P.O. & P.S. Bhayander East, Dist. Thane, Pin 401105। শ্রীমতী বনশ্রী সোমনাথ দাসসহ ও অন্যান্যদের নিযুক্ত আমমোক্তার বিভাস বিশ্বনাথ বেলেল @ বিভাস বেলেল, এর নিকট থেকে Joint Sub-Registrar Thane No. 4 অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 4044/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 2121, RS DAG No. 3975 & LR DAG No. 3979 নং দাগে 3.66 শতক জমি ও 4067/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী সুকদেব কোলে, পিতা- ঁঅনন্ত কোলে, সাং ১/ ১, কলাবাগান লেন, থানা- শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২। শ্রী দেবীপ্রসাদ মাজী সহ ও অন্যান্যদের নিযুক্ত আমমোক্তার এর নিকট থেকে DSR-I হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1269/10 আমমোক্তার সুকদেব কোলে, দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা মহিয়াড়ী, JL-28, LR খতিয়ান নং 1297, RS DAG No. 355 & LR DAG No. 378 নং দাগে 3.22 শতক জমি 4619/24 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, সাং আড়গোড়ী নন্দীপাড়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। অসীমা মন্ডল সহ ও অন্যান্যদের নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজ কুমার গুপ্তা, এর নিকট থেকে DSR-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 8214/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 373, RS DAG No. 3971 & LR DAG No. 3975 নং দাগে 5.168 শতক জমি 4652/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী বিভাস বিশ্বনাথ বেলেল @ বিভাস বেলেল, পিতা ঁবিশ্বনাথ বেলেল, সাং A-604, OM Sai Samarpan Chs Ltd. Navghar Road, P.O. & P.S. Bhayander East, Dist. Thane, Pin 401105। শ্রীমতী ছবি সুভাস বেলেল এর নিযুক্ত আমমোক্তার বিভাস বিশ্বনাথ বেলেল @ বিভাস বেলেল, এর নিকট থেকে Joint Sub-Registrar Thane No. 4 অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 4043/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 2121, RS DAG No. 3975 & LR DAG No. 3979 নং দাগে 1.22 শতক জমি ও 4067/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, সাং আড়গোড়ী নন্দীপাড়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। নগর সর্দার এর নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজ কুমার গুপ্তা, এর নিকট থেকে DSR-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 6954/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 341, RS DAG No. 3972 & LR DAG No. 3976 নং দাগে 2.823 শতক জমি 4653/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, সাং আড়গোড়ী নন্দীপাড়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। অজয় কুমার নস্কর সহ ও অন্যান্যদের নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজ কুমার গুপ্তা, এর নিকট থেকে DSR-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 7818/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 373, RS DAG No. 3971 & LR DAG No. 3975 নং দাগে 2.582 শতক জমি 4652/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী দীপক কুমার দাস, পিতা- ঁশচীন্দ্রনাথ দাস, সাং চকপাড়া, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, হাওড়া জেলায় অবস্থিত বলুহাটি মৌজায় LR Kh. 646, LR Dag. 383 দাগে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি ক্রয় করেন। ঐ প্লটে শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তী, স্বামী মিন্টু চক্রবর্তী ২০১৮ সালে 502 আমমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রী বরুণ ঘোষ, পিতা ঁতারকচন্দ্র ঘোষ-এর নাম বরাবর করিয়া দেন। যাহা ADSR, Domjur, Howrah লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে BL&LRO, Domjur, Howrah নিকট ১ মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। তৎপরে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, সাং আড়গোড়ী নন্দীপাড়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। রামপ্রসাদ নস্কর সহ ও অন্যান্যদের নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজ কুমার গুপ্তা, এর নিকট থেকে DSR-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 5205/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 341, RS DAG No. 3972 & LR DAG No. 3976 নং দাগে 2.175 শতক জমি 6263/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, সাং আড়গোড়ী নন্দীপাড়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। অক্ষয় নস্কর সহ ও অন্যান্যদের নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজ কুমার গুপ্তা, এর নিকট থেকে DSR-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 2474/22 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 341, RS DAG No. 3972 & LR DAG No. 3976 নং দাগে 3.107 শতক জমি 6262/22 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী রজনীশ কুমার, পিতা শ্রী রাজকুমার প্রসাদ, সাং জালান কমপ্লেক্স, জঙ্গলপুর, আড়গোড়ী, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। অলোক দত্ত এর নিযুক্ত আমমোক্তার রজনীশ কুমার এর নিকট থেকে DSR-II অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1029/24 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 2513, 2514, RS DAG No. 4121, 4122, 4124, 4125 & LR DAG No. 4126, 4127, 4129, 4130 নং দাগে 6.20 শতক জমি 1376/24 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

আমার মক্কেল শ্রী রজনীশ কুমার, পিতা শ্রী রাজকুমার প্রসাদ, সাং জালান কমপ্লেক্স, জঙ্গলপুর, আড়গোড়ী, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া ৭১১৩০২। অর্চনা দত্ত সহ ও অন্যান্য এর নিযুক্ত আমমোক্তার রজনীশ কুমার এর নিকট থেকে DSR-II অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 0979/24 আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, JL-27, LR খতিয়ান নং 2513, 2514, RS DAG No. 4121, 4122, 4124, 4125 & LR DAG No. 4126, 4127, 4129, 4130 নং দাগে 31 শতক জমি 1376/24 দলিলমূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL&LRO ডোমজুড় এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি
মুর্শিদাবাদ জেলা জজ আদালত, বহরমপুর
মোঃ নং- ২/১৯ অন্য

বাদী-
মুর্শিদাবাদ জেলার অর্ন্তগত জিয়াগঞ্জ থানার সামিল সাধকবাগ সাকিমে শ্রীশ্রী ঁরঘুনাথ জিউ দেব ঠাকুরের আখড়া ও সম্পত্তি রক্ষা কমিটি পক্ষে কানাই বিশ্বাস দিং

বিবাদী- রামসুন্দর দাস গোস্বামী ওরফে অরিন্দম শর্মা, পিতা- অধীর শর্মা দিং সাং- স্বর্নময়ী রোড বহরমপুর, পোঃ-বহরমপুর, থানা- বহরমপুর টাউন, জেলা- মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ জেলার অর্ন্তগত জিয়াগঞ্জ থানার সামিল সাধকবাগ সাকিমের অধিবাসী বৃন্দের প্রতি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ থানার সামিল সাধকবাগ সাকিমে শ্রী শ্রী ঁরঘুনাথ জিউ দেব ঠাকুরের আখড়া ও সম্পত্তি রক্ষা কমিটি পক্ষে Scheme Frame করিবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্তকারীগন দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে ০৭/১২/২৪ তারিখে দেওয়া গেল।

তপশীল

জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- জিয়াগঞ্জ, মৌজা- বাহাদুরপুর মধ্যে

খতিয়ান R.S	খতিয়ান L.R	দাগ R.S	দাগ L.R	রকম	পরিমান
১৮৯	২৮৯	৩৩৬	৬০১	বাড়ী	১৮৮ শতক
		৩৩৮	৫২২	বাড়ী	২৭৩ শতক
		৩০৩/৪৫৮	৫৩৯	আউশ	৯৯ শতক
৩৬	৪৫০	৩৩৫	৭০৪	বাড়ী	০২ শতক
		৩০৪/৩৫৪		বাগান	১৩৮ শতক
		৩৩৪	৭০৫	বাড়ী	৫৩৭ শতক
	১/৩	১১১	১২২	আউশ	৫০০ শতক
		১১৩	১২৪	আউশ	১০৭ শতক
		২৮৯	৪৬০	আউশ	২৮৯ শতক
			৪৭৫	বাগান	২২৩ শতক
			৫০১	আউশ	৫৪ শতক
			৫০৮	আউশ	১৩৮ শতক
			১৯৭/৫২১	আউশ	০৮ শতক
			৫৩৭	আউশ	১৮ শতক
			৫৪১	আউশ	৩১৫ শতক
			৫৫৭	ডাঙ্গা	০৬ শতক
			৫৬০	আউশ	১৭৪ শতক
			৫৮১	ডাঙ্গা	১৪ শতক
		৩১৬	৬২৮	আউশ	০৪ শতক
	৪৫০		১০	বাঁধ	১৫ শতক
			১৩৯	দেবস্থান	০৩ শতক
			৪৬১	ডোবা	২০ শতক
			৫৪০	পুকুর	৫১ শতক
			৫৫৯	ডোবা	৫৫ শতক
	২৮৯	৯৪	১০৩	ভিটি	১০ শতক
		৬০৩	৪৫৪	আউশ	১৩৯ শতক
			৪৬৫	আউশ	৩০ শতক
			৪৭৫	বাগান	৭৭ শতক
		৩০৪	৫০৭	আউশ	৯৬৪ শতক
			৫৯৫	ভিটি	১০ শতক
১২৯		২৫৫	৫০১	বাগান	৫৮ শতক
৩২৯		২৫৬	৪৯৯	বাগান	২২৮ শতক

২) জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- নবগ্রাম, মৌজা- পাঠানপাড়া মধ্যে

খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমান
এল. আর ২০১	১৪৮	আমন	৮৬ শতক
	১৬৫	আমন	২৫ শতক
	২০৫	আমন	২০ শতক
	২০৬	আমন	১৪ শতক
	২০৮	আমন	১১৪ শতক
	২১৯	আমন	১৬ শতক
	৩১৪	আমন	২২ শতক
	৩১৬	আমন	৬৩ শতক
	৩১৯	আমন	২২ শতক
	৩৩২	আমন	২৭ শতক
	৩৩৪	আমন	১২ শতক
	৩৪৪	আমন	১৮ শতক
	৩৫০	আমন	২৮ শতক
	৩৫৮	আমন	১৩ শতক
	৩৬৪	আউশ	০৭ শতক
	৩৮৯	আমন	৮৪ শতক
	৪১৭	আমন	০৬ শতক
	৪২৬	আমন	১৩৫ শতক

৩) জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- নবগ্রাম, মৌজা- কেঠোর মধ্যে

খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমান
L.R ৫৭৩	৬৫৪	আমন	৩২৬ শতক
	৬৫২	আমন	২৫৮ শতক

৪) জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- নবগ্রাম, মৌজা- সুকী মধ্যে

খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমান
L.R ৪৮২	১৬৪	পুকুর	৫৮ শতক
	১৯১	ডোবা	০৬ শতক
	১৬৪/২০৪৬	আউশ	১০০ শতক

৫) জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- সাগরদীঘি, মৌজা- খাটুয়া

খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমান
L.R ১/২	৩৬৮	আমন	৩৮ শতক
	৩৭১	আমন	২৪ শতক
	৩৭৭	আমন	৭৪ শতক
	৩৫১৫	আমন	৩২ শতক

৬) জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- জিয়াগঞ্জ, মৌজা- সাধকবাগ মধ্যে

খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমান
L.R ১৮/১	১৪৩	খেয়াঘাট	০৫ শতক

৭) জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- জিয়াগঞ্জ, মৌজা- জিয়াগঞ্জ মধ্যে

খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমান
L.R ৬২৯	৮৮	বাড়ী	৩ শতক
৬১৬	৩২২	দোকান	৬ শতক

সুধীল সর্দার
সেরেস্তাদার
মুর্শিদাবাদ জেলা জজ আদালত
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর জেলা জজ বাহাদুর সদর আদালত ।
২০১৯ সালের ১২২ নং মিসকেস মোকর্দ্দমা

শ্রী অমর নাথ ব্যানার্জী, পিতা- মৃত তারক নাথ ব্যানার্জী / সেবাইত শ্রী শ্রী দুর্গামাতা এবং **শ্রী শ্রী কালীমাতা পিতা ঠাকুরানী**, অফিস – গ্রাম- বাঁটিকা, পো:- বৈঁচী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী। ...**দরখাস্তকারী।**

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে :- উপরোক্ত দরখাস্তকারী উল্লেখিত দেবতার একজন সেবাইত হইতেছেন। উক্ত দেবতার নিম্ন তপশীল সম্পত্তি, দেব দেবীর রক্ষনাবেক্ষন, উন্নয়ন কার্য্যের জন্য বিক্রয় করিবার প্রযোজন হওয়ায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা রজু করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর দ্বারা মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানীর আদেশ প্রচার হইবে ।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা হুগলী, থানা- পান্ডুয়ার অধীন, ৭ নং জে.এল. ভুক্ত বাঁটিকা মৌজাস্থিত :-

ক্র. নং.	খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ	এল.আর. দাগ	শ্রেণী	পরিমান
১।	৫১৬/১	২১০২	২২৩৪	শালি	০.০৯ একর
২।	ঐ	২১০৮	২২৪০	শালি	০.১৮ একর
৩।	ঐ	২২০৪	২৩৮৯	শালি	০.১৪ একর
৪।	৫১৬/১	২১৩০	২২৬৩	শালি	০.০৯ একর
৫।	,,	২১৩১	২২৬৪	শালি	০.১১ একর
৬।	,,	২২০২	২৩৩৭	শালি	০.৪১ একর
৭।	,,	২০৫৯	২১৮৮	শালি	০.১৫ একর
৮।	,,	২১২৯	২২৬২	শালি	০.১০ একর
৯।	৪১৭/১	২২৫৫	২৩৯৪	শালি	০.৩৬ একর

দরখাস্তকারীর পক্ষে
জয়দেব সিংহ রায় (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর জেলা জজ বাহাদুর সদর আদালত

পাবলিক নোটিশ

সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আমার ক্লায়েন্টদের নাম সন্দীপ কে. আগরওয়াল, সুদীপ কে. আগরওয়াল, মঞ্জুলা আগরওয়াল, কুণাল আগরওয়াল এবং উমং আগরওয়াল সকলেই 45, ডাঃ অবনী দত্ত রোড, হাওড়া- 711106 এর মালিকের কাছ থেকে নীচে উল্লিখিত সময়সূচী সম্পত্তি যেমন, এমএস শান্তি ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড [U51109WB190P1993] AAHCS1070Q] এর P-30/3, C.I.T Road, Scheme-VI-M, P.S.- ফুলবাগান, কলকাতা- 700054 - এ এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে যার পরিচালকরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন (1) শ্রীমতি রিনা বিশ্বাস [PAN: AEFPB6133A] (2) মিসেস সোমা ঘোষ [প্যান: ADYPG4004D]। উপরোক্ত উদ্দেশ্যমূলক বিক্রয় লেনদেনের জন্য যদি কারো কোনো আপত্তি, দাবি, আগ্রহ, বিবাদ থাকে, তাহলে তিনি/ তারা/ তাদের/ আপত্তি/ দাবি/ বিরোধের বিবরণ/ বিস্তারিত তথ্য প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন (14) এই প্রকাশনার তারিখ থেকে দিন, এতে ব্যর্থ হলে, আমার ক্লায়েন্টরা উপরের মালিকের সাথে বিক্রয় লেনদেন সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে যাবে যেন তৃতীয় কেউ নেই তফসিল সম্পত্তির বিষয়ে পক্ষের দাবি/ আপত্তি/ বিরোধ এবং তারপরে কোনো দাবি/আপত্তি/বিরোধ গ্রহণ করা হবে না। সম্পত্তির সময়সূচী বাস্তু আবাসিক জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল 3 Cottahs 11 Chittacks 15 বর্গমিটার এলাকা পরিমাপ। ফুট প্রিমিসেস নং P-65, C.I.T স্কিম VI-M, P.S.- ফুলবাগান, কলকাতা-700054, KMC, ওয়ার্ড নং-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি বিদ্যমান কাঠামোর (G+2) সাথে কিছুটা কমবেশি একই হতে হবে। 31, জেলা,- দক্ষিণ 24 পরগনা, সমস্ত সুবিধা এবং উপযোগীতার অধিকার সহ, যার সাথে অ্যাসেসী নং-এর মাধ্যমে সংযুক্ত।

110310200505 ভিডিও বাট করা এবং আবদ্ধ:
উত্তরে: প্লট নং 64, C.I.T স্কিম নং VI-M দ্বারা
দক্ষিণে: প্লট নং 66/1 এবং 67 C.I.T স্কিম নং VI-M দ্বারা
পূর্ব দিকে: 40 ফুট চওড়া C.I.T রোড
পশ্চিমে: প্লট নং 63 C.I.T স্কিম নং VI-M দ্বারা

এসডি/- রাঘব মুন্সি, অ্যাডভোকেট ও
রোশন পাঠক, অ্যাডভোকেট
2 চার্চ লেন, ওসওয়াল চেম্বার্স, 5ম তলা
(নিকো হাউসের বিপরীতে) কলকাতা: 700001
যোগাযোগ: +91 8444855551, +91 9748656557

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের উদ্দেশে অবগত করা হইতেছে যে আমার মোক্কেল গোলাম জসিমুদ্দিন,পিতা-জাবাই, সাং ও পোঃ-কামারী,থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১৩৭ উক্ত অফিসে গত ইংরেজি ০২/১২/২০২৪ তারিখে কোলকাতা A.R.A-II অফিসে রেজিস্টিকৃত ১৪১৪১ নং একখন্ড বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে কাইজার জাহান, পিতা-মৃত জুলফিকার জাহান, সাং-ফ্লাট নং- ৪৩৩, স্বস্তিক গার্ডেন, শ্রীধর রায় রোড, পোঃ ও থানা-তিলজলা, কোলকাতা- ৭০০০৩৯ মহাশয় এর নিকট হইতে তাঁহার পক্ষে ইং-০৬/১১/২০২৪ তারিখে কোলকাতা A.R.A-II অফিসে রেজিস্টিকৃত ১৩০৪৭ নং আমমোক্তার নামা নিযুক্তীয় আমমোক্তার লাইলা আঞ্জুমানআরা বেগম জেলা-নদীয়া, কালীগঞ্জ এর অর্ন্তগত ৩৮ নং কামারী মৌজায় ৪৫৭/১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস ও এল.আর-৫৭৭ নং দাগে ১০ শতক সম্পত্তি সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। এবং উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম রেকর্ড ভুক্ত করিতে চাইছেন ।
উক্ত সম্পত্তির উপর যদি কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে কালীগঞ্জ বি.এল এন্ড বি.এল.আর.ও অফিসে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিন এর মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Samsad SK
Advocate
District Judge's Court,
Krishnagar, Nadia
03-01-2025

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের উদ্দেশে অবগত করা হইতেছে যে আমার মোক্কেল মোঃ কাজল সেখ পিতা-মোঃ আবুবক্কর সেখ, সাং ও পোঃ-কামারী, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১৩৭ উক্ত অফিসে গত ইংরেজি ০২/১২/২০২৪ তারিখে কোলকাতা A.R.A-II অফিসে রেজিস্টিকৃত ১ নং বহির ১৯০২ নং ভলিউমে ৭৫৭৭৬৬-৭৫৭৮০৫ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৪৩৭২ নং একখন্ড বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে কাইজার জাহান, পিতা-মৃত জুলফিকার জাহান, সাং-ফ্লাট নং-৪৩৩,স্বস্তিক গার্ডেন, শ্রীধর রায় রোড, পোঃ ও থানা-তিলজলা, কোলকাতা-৭০০০৩৯ মহাশয় এর নিকট হইতে তাঁহার পক্ষে ইং-০৬/১১/২০২৪ তারিখে কোলকাতা A.R.A-II অফিসে রেজিস্টিকৃত ১৩০৪৭ নং আমমোক্তার নামা নিযুক্তীয় আমমোক্তার লাইলা আঞ্জুমানআরা বেগম জেলা-নদীয়া, কালীগঞ্জ এর অন্তর্গত ৩৮ নং কামারী মৌজায় ৩২২ ও ২২৫৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস ও এল.আর-৬১২নং দাগে ০১.২৫ শতক সম্পত্তি সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। এবং উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম রেকর্ড ভুক্ত করিতে চাইছেন।
উক্ত সম্পত্তির উপর যদি কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে কালীগঞ্জ বি.এল এন্ড বি.এল.আর.ও অফিসে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিন এর মধ্যে যোগাযোগ করিবেন । অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Samsad SK
Advocate
District Judge's Court,
Krishnagar, Nadia
03-01-2025

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের উদ্দেশে অবগত করা হইতেছে যে আমার মোক্কেল মেহেবুব সেখ, পিতা-আলেফ সেখ, সাং ও পোঃ-কামারী, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১৩৭ উক্ত অফিসে গত ইংরেজি ০২/১২/২০২৪ তারিখে কোলকাতা A.R.A-II অফিসে ১৪১৪২ নং একখন্ড বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে কাইজার জাহান, পিতা-মৃত জুলফিকার জাহান, সাং-ফ্লাট নং-৪৩৩, স্বস্তিক গার্ডেন, শ্রীধর রায় রোড, পোঃ ও থানা-তিলজলা, কোলকাতা-৭০০০৩৯ মহাশয় এর নিকট হইতে তাঁহার পক্ষে ইং-০৬/১১/২০২৪ তারিখে কোলকাতা A.R.A-II অফিসে রেজিস্টিকৃত ১৩০৪৭ নং আমমোক্তার নামা নিযুক্তীয় আমমোক্তার লাইলা আঞ্জুমানআরা বেগম জেলা-নদীয়া, কালীগঞ্জ এর অন্তর্গত ৩৮ নং কামারী মৌজায় ৪৫৭/১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস ও এল.আর-৫৭৭ নং দাগে ০৫ শতক সম্পত্তি সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। এবং উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম রেকর্ড ভুক্ত করিতে চাইছেন।
উক্ত সম্পত্তির উপর যদি কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে কালীগঞ্জ বি.এল এন্ড বি.এল.আর.ও অফিসে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিন এর মধ্যে যোগাযোগ করিবেন । অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Samsad SK
Advocate
District Judge's Court,
Krishnagar, Nadia
03-01-2025

আমার মক্কেল শিবশঙ্কর দে, পিতা- ঁক্ষিতিশ চন্দ্র দে, সাং বিড়াডিঙ্গী, মহাশয় গত ইং ১৭/ ০২/ ২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-১, ভলুম নং ০৫০২-২৩, পাতা নং- ৯৮১৩৫ হইতে ৯৮১৪৮, বিয়িং নং- ০৫০২০৩১৮১ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা শ্রীমতী সন্ধ্যা অধিকারী, স্বামী শ্রী রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, সাং বিড়াডিঙ্গী মহাশয়ার নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় (জে.এল. নং-১১১) হাল ১১৪০৬ নং খতিয়ানে সাবেক-১৯৭৪ নং হাল ২৫৭৪ নং দাগে কমবেশী ১ কাঠা ১৪ ছটাক জমি বিক্রয়ের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে তিনি বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল অমিত মেউর, পিতা শান্তিরঞ্জন মেউর, সাং বালিটিকুড়ী খালধারপাড়া। মহাশয় গত ইং ০৯/ ১০/ ২০২৩ তারিখে ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী-১, হাওড়া অফিসে বুক নং-১, ভলুম নং-০৫০১-২০২৩, পাতা নং- ১৮৫১৫৭ হইতে ১৮৫১৭৬, বিয়িং নং-০৫০১০৫০৭৩ নং পাওয়ার অফ এট্রর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, পিতা হরিদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে দেবীপাড়া মৌজায় (জে.এল. নং-৩) সাবেক ১৮৪ নং হাল ১০০৩ নং খতিয়ানে সাবেক/হাল ৯০২ নং দাগে কমবেশী ৫ কাঠা জমি বিক্রয়ের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIET NO- RGP/ 2297/ 15th FC TIED/2024-25,** Last date of submission **13.01.2025 up to 12p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.

।। দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে আমি **দেব কুমার দাস,** পিতা- লক্ষণ চন্দ্র দাস, সাকিম যাদবপুর (ধুমা), পোঃ- কামদেবপুর, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২ অধিবাসী হইতেছি, গত ২৩/১২/২০২৪ তারিখে ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক, চুঁচুড়া ব্রাঞ্চ হইতে বাড়ি যাওয়ার পথে আমার একটি ব্যাগ হারাইয়া গিয়াছে, যাহার মধ্যে **শ্রী গৌতম কুমার প্রামাণিকের নামে রেজিস্ট্রিকৃত একটি আসল সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যাহার নম্বর ০১১৬৯, বুক নম্বর ১ ভলিউম নম্বর ২১, পৃষ্ঠা ১০৯ হইতে ১১৬ যাহা ১৯৯৭ সালে ADSR হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া ছিল।** উক্ত আসল দলিলটি আমার নামে **২০০৯ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ০২৬৭৮ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলের মাদার ডিডের আসল কপি হইতেছে।** উক্ত আসল দলিলটি কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় বন্ধক রাখিয়া লোন নেওয়া হয় নাই বা ক্রোকাবদ্ধ নাই। উক্ত বিষয়ে পোলবা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হইয়াছে যাহার নম্বর ১৪৪৭ তারিখ ২৪/১২/২০২৪। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। নির্দিষ্ট সময় পরে কাহারো কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিনীত- **দেব কুমার দাস**
পিতা- লক্ষণ চন্দ্র দাস, গ্রাম-যাদবপুর
পোঃ-কামদেবপুর, জেলা-হুগলী
মো- ৯৮৩০২৫৬১৮৬

জমি বিক্রয়

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন বর্ণিত তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে। শুধুমাত্র আগ্রহী তপশীল উপজাতির (এস.টি.) ব্যক্তি নিম্ন বর্ণিত ঠিকানায় অতি সত্ত্বর / অদ্য হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশিয়াড়ী, মৌজা-হাজিপুর, জে.এল. নং-১৫২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-৪৮৮, খতিয়ান নং-১০৮৩, পরিমাণ-১৭ ডেঃ, শ্রেনী-জল সোয়েম।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ- শ্রী সুনীল মুর্ম্মু, পিতা- শ্রী কানু মুর্ম্মু, জাতি- সাঁওতাল (এস.টি.), সাং-বেগমপুর (কেশিয়াড়ী), পোঃ ও থানা- কেশিয়াড়ী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৩৩ (পশ্চিমবঙ্গ),

মোবাইল নং- ৮৫০৯৪৪৭৪৯৮

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

যোগ্য শিক্ষকদের অভিনব বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ফের অভিনব বিক্ষোভের সাক্ষী থাকল কলকাতা। শুক্রবার সকালে মাথা মুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এদিন এক শিক্ষক প্রতিবাদ জানাতে মাথা মুণ্ডন করেন রাস্তাতেই। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক দিন ধরেই কলকাতার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে অবস্থান করছেন এসএলএসটি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ২০১৬ যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ নামে একটি মঞ্চ করে পথে নেমেছেন তাঁরা। পরে সল্টলেকের বিকাশ ভবন অভিযানও করেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের দাবি, চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। ২০১৬ সালের এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের মামলা হয়। কলকাতা হাইকোর্টে মামলার দীর্ঘ শুনানির পরে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি। সেই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আগামী সাত জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে ওই মামলার ফের শুনানি আছে। তবে তার আগেই নতুন করে আন্দোলনে নামছেন বিক্ষোভকারীরা।

এই সব যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিযোগ, ২৬ হাজারের মধ্যে অনেক যোগ্য প্রার্থী আছেন। অযোগ্যদের চাকরি বাতিলের পাশাপাশি যোগ্যদের চাকরিও হারানোর আশঙ্কা করছেন তাঁরা। সাত বছর ধরে চাকরি করার পর এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন শিক্ষকরা। সেই কারণেই বছরের শেষ সপ্তাহ থেকে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে বেশ অবস্থান, আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্যানেল বাতিলের আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও দাবি করেন তাঁরা।যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের ডাকে বিকাশ ভবন অভিযানের ডাকও দেওয়া হয়। করুণাময়ী থেকে শুরু হয় মিছিল। আন্দোলনকারীদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুদক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার রাস্তা করে দিতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্যানেল বাঁচানোর স্বার্থে এসএসসিকে সমস্ত রকম তথ্য সুপ্রিম কোর্টে দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। বৈধ এবং অবৈধ বাছাই করতে হবে। এদিনে বিকাশ ভবন অভিযান ঘিরে তৈরি হয় উত্তেজনাও। কারণ, পুলিশ আন্দোলনকারীদের আটকানোর জন্য রাস্তায় ব্যারিকেড করে রেখে ছিল। প্রচুর পুলিশও মোতায়েন ছিল সল্টলেক এলাকায়। বিকাশ ভবনের অনেক আগেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়।

স্কুল শিক্ষকদের জন্য নয়া গাইডলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলে শিক্ষকদের হাজিরা সংক্রান্ত নিয়ম কঠোর করা হচ্ছে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এক নির্দেশিকা জারি করে স্পষ্ট বলা হয়েছে এবার থেকে মাস্টার মশাইদের সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে স্কুলে ঢুকতে হবে এবং ১০টা ৪০মিনিটে শুরু হবে প্রার্থনা। এরপর যদি কেউ বেলা ১১টার পরে আসেন তাহলে তাঁকে অনুপস্থিত হিসেবেই ধরা হবে। পাশাপাশি বিকেল সাড়ে চারটের আগে কেউই স্কুল থেকে চলে যেতে পারবেন না। একই সঙ্গে শিক্ষকদের মোবাইল ব্যবহার করার ওপরেও কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে পড়ুয়া থেকে মাস্টারমশাই কেউই স্কুল চলাকালীন মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। একান্তই যদি মোবাইল ব্যবহার করতে হয় তাহলে তার জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু কারণে বা অকারণে স্কুলে আর মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না। এরই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মাস্টারমশাইদের কি কি করতে হবে তাও বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। প্রতিবছর রাজ্য সরকার সারাবছর কি কাজ করবে বা করতে হবে তার একটা ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করে এবার তার সঙ্গেই রাজ্য সরকার প্রকাশ করেছে টিচার্স ডায়েরি। সেখানেই এই নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছেউ আর এই নিয়েই এখন রাজ্যের শিক্ষক মহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে নানা গুঞ্জন। এখন দেখার আদপে মাস্টারমশাইরা এই নতুন নির্দেশ কে কিভাবে পালন করেন।

পরীক্ষার খাতায় পুষ্পারাজের উল্লেখ, প্রশ্ন উঠল রাজ্যের পড়াশুনার হাল নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির কচকচানি তো অনেক হয়েছে। রাঘব-বোয়ালদের দীর্ঘদিন জেল হেফাজতে থাকার পর জামিনও হয়েছে। পড়াশোনার কী হাল! কেমন চলছে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলি তা নিয়েও তৈরি হয়েছে বড় প্রশ্ন চিহ্ন।

এরই মাঝে কলকাতা সংলগ্ন একটি এলাকার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষার খাতা প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে, 'মাস্টারদার পুরো নাম কী?' উত্তরটা সবারই জানা। মাস্টারদা সূর্য সেন। কিন্তু এই খাতায় উত্তরে লেখা হয়েছে 'পুষ্পারাজ'। সম্প্রতি 'পুষ্পা' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। এই উত্তরের সঙ্গে তারই মিল খুঁজে পাচ্ছেন শিক্ষাবিদরা। সূর্য সেন তো দূরের কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে দূর পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই এই উত্তরের।

এখানেই শেষ নয়। এভাবেই একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে এক পড়ুয়া যা লিখেছেন, তা দেখে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভিরমি খাওয়ার উপক্রম । বাবা-মায়ের মধ্যে কবে ঝগড়া হিয়েছিল, সেই গল্প লিখে দিয়েছে সে। খাতায় কি এসব হিজিবিজি লেখাই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ছবি বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদরা এও জানিয়েছেন, 'এটা সামগ্রিক অবক্ষয়ের একটা চেহারা। গত এক দশকে শিক্ষক নিয়োগ সহ সব ক্ষেত্রেই খামতি রয়েছে। আর সেটা ধরা পড়ছে পড়াশোনার উপর।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'দিনের পর দিন যোগ্য শিক্ষকরা রাস্তায় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই কারণেই যা হওয়ার তাই হচ্ছে। পড়াশোনার উপর প্রভাব পড়ছে।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও এই ছবি দেখে হতাশ। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'শিক্ষকরা যদি রাস্তায় থাকেন, আন্দোলন করতে বাধ্য হন, তাহলে এরকমই হবে। কোনও দিন পড়ুয়ারা মাস্টারদাকে 'কেষ্টদা' না ডেকে বসে।' তাঁর কথায়, এর থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না। মানুষের ভরসা যে হারাচ্ছে, সেটাই মনে করছেন তিনি।

বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের মরুদ্যান বানিয়ে দেওয়া হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের মরুদ্যান বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' শুক্রবার সকালে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

তাঁর দাবি, তৃণমূলের লোকজন অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে রেশন কার্ড, আধার কার্ড-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি বানিয়ে দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত, চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর জামিন খারিজ করেছে চট্টগ্রাম আদালত। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা এদিন তিনি বলেন, 'চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে যে কোনও মূল্যে বাঁচাতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশের জেহাদি ও জামাতদের বিনাশ করতে হবে।'

তাঁর দাবি, বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে পারে একমাত্র শুভেন্দু অধিকারী। সেই পথের কাঁটা শুভেন্দু অধিকারীকে সরানোর চেষ্টা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি আরও বলেন, 'যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বলবে। যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। নিজের গদি বাঁচিয়ে রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করবে। কাউকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, আবার কাউকে মিথ্যা মামলা দিয়ে উনি হেনস্থা করবেন।' তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরিয়েই তাঁরা মৃত্যুবরণ করবেন। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ কুণাল ঘোষকে সাড়ে তিন বছর জেল খাটিয়েছেন। তবুও তৃণমূল সরকারের 'চামচা গিরি' করে চলেছেন এই কুণাল ঘোষ।'

এদিন দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে ট্যুইট করে মমতার প্রশাসনকে নিশানা করেছেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু সৈনিক। ট্যুইটে অর্জুন সিং লিখেছেন, 'অপরাধীদের ধরার জন্য চেকিং করা হয় না। বরং তৃণমূল কর্মী থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ পাওয়া যুবকরা বাইক কিংবা মালবাহী ট্রাক থামিয়ে চেকিংয়ের নামে টাকা তোলে। আবার এই সিভিক ভলান্টিয়ারেরা পাসপোর্ট তৈরির নথি যাচাইয়ের কাজও করে থাকে।' টুইটে তাঁর অভিযোগ, সিভিক ভলান্টিয়ারের মদতেই নকল নথিপত্র দিয়ে পাসপোর্ট বানানোর চক্র রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এখন সক্রিয়।

সীমান্তে চুরি নজরদারি ক্যামেরার যন্ত্রাংশ, রিপোর্ট স্বারাষ্ট্রমন্ত্রকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় অনুপ্রবেশ আশঙ্কার মাঝেই সীমান্তে চুরি যাচ্ছে নজরদারি ক্যামেরার তার ও ব্যাটারি। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারিতে অত্যাধুনিক ড্রোন ও পিজিটি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। সেই ক্যামেরা থেকে দামী ব্যাটারি ও তার। ফলে বিকল হচ্ছে ক্যামেরা। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বড় কোনও নাশকতার ছক কষা হয়েছিল কি না তা নিয়ে।

এদিকে শীতের কুয়াশা অনুপ্রবেশের পক্ষে তৈরি করে এক অনুকূল পরিবেশ। শীতের রাত আর কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরকেই কাজে লাগাচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। বাড়বাড়ন্ত দুষ্কৃতীদেরও। তা ঠেকাতে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে নাইট ভিশন ক্যামেরা, থার্মাল ইমেজ ক্যামেরা লাগানো হলেও সেগুলি সহ একাধিক সরঞ্জাম চুরি গিয়েছে। মূলত মালদহ, নদিয়ার কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদের সীমান্তে হচ্ছে চুরি। এখনও পর্যন্ত ১৫ টি ক্যামেরার ব্যাটারি চুরি হয়ে গিয়েছে। চুরি গিয়েছে সাড়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত তার। যে তার কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে ক্যামেরাগুলোকে যুক্ত করে, সেটাও চুরি গিয়েছে। ফলে বিএসএফের আশঙ্কা, ক্যামেরা বিকল করে বড় নাশকতারও ছক কষা হতে পারে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, এই ডোম ক্যামেরা ও টিবিজেড ক্যামেরা সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে লাগানো হয়েছিল। অর্থাৎ এই এলাকাগুলো থেকে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বেশি। আর এই এলাকায় যদি ক্যামেরা বিকল করে দেওয়া হয়, তাহলে অনুপ্রবেশকারীদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

এদিকে সূত্রে খবর, এই ব্যাপারে যাবতীয় রিপোর্ট ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ডিআইজি বিএসএফ নীলোৎপালকুমার পাণ্ডে অবশ্য জানান, 'এটা একটা বড় প্রক্রিয়া। কোনও কিছু খারাপ হলে, একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেটা দ্রুত বদলানো হয়।'

৮টি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি জবরদখল করে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে আবার এরই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কঠোর পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্টও। শুক্রবার শহরের ৮টি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। একইসঙ্গে অবিলম্বে ওই বেআইনি নির্মাণগুলিতে বিদ্যুৎ এবং জল পরিষেবা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। এছাড়া বেআইনিভাবে নির্মিত সম্পত্তিতে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদেরও উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

আদালত সূত্রে খবর, এনিমি প্রপার্টি এবং বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। ওই মামলাতে কেশবচন্দ্র স্ট্রিটের ৬টি, রাজা রাজনারায়ণ স্ট্রিটের ১টি, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনের ১টি সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়। একইসঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশে কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ওই টাস্কফোর্সের কাজ কতগুলি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে এবং কতজন বাসিন্দা রয়েছেন তা খতিয়ে দেখা। সঙ্গে এও জানানো হয়, উচ্ছেদে কোনও সমস্যা হলে পুলিশ তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। উচ্ছেদের পর ওই সম্পত্তি অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। আদালতের এই নির্দেশ উপযুক্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা কলকাতা পুরসভা, পুলিশ এবং সিইএসসিকে নজরদারি চালাতে হবে। আদালতের এই নির্দেশ বাস্তবায়িত হল কিনা, সে সংক্রান্ত রিপোর্ট আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি হাই কোর্টে রিপোর্ট দিতে হবে। তবে ইতিমধ্যে ১৭০ নম্বর কেশবচন্দ্র স্ট্রিটের এক বাসিন্দা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। শীর্ষ আদালত সম্পত্তির উপর অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ জারি করে। তাই এই সম্পত্তি ভাঙা হবে কিনা, তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের উপর নির্ভর করবে।

প্রাথমিকে সেমেস্টার বাতিলের ঘোষণা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রাথমিকে সেমেস্টার নিয়ে ভর্ৎসিত হওয়ার পর তোলপাড় শিক্ষা দপ্তর। সূত্রে খবর, এই পরামর্শদাতাদের কাজে রুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্ষদের প্রাক্তন কর্তাদের এই কাজে সংযুক্ত করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পর্ষদের এই কর্মকাণ্ডে বেশ কয়েকজন আধিকারিক বিরক্ত। এর পাশাপাশি তোড়জোড় করে সাংবাদিক বৈঠক করে নিয়ম বদলের কথা জানিয়ে দেওয়ার পরও বাতিল করতে হচ্ছে সেই ঘোষণা।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, কেন তাঁকে না জানিয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হল। ছোট ছোট শিশুদের ওপর সেমিস্টারের ভার বেশি হবে বলেও মনে করেন তিনি। এরপরই ব্রাত্য বসুকে মমতা সাফ জানিয়ে দেন, প্রাথমিকে যেভাবে পঠন-পাঠন চলছে, তেমনটাই চলবে, কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন, প্রাথমিক শিক্ষায় এবার সেমিস্টার সিস্টেম চালু হবে। বছরে ২ বার হবে পরীক্ষা। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই নতুন ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়। কিন্তু এই পুরো বিষয়টা তো রাতারাতি হয়নি। কমিটি তৈরি করে ৪০ দিন ধরে তৈরি করা হয় ব্লু প্রিন্ট। পর্ষদ সূত্রের খবর, প্রাথমিকের সেমিস্টার পদ্ধতির ব্লুপ্রিন্ট বানাতে খরচ হয় ৫ লক্ষেরও বেশি টাকা। ৪০ দিন ধরে ৪ জন পরামর্শদাতা পর্ষদে বসে এই কাজ করেছিলেন। ৫ লক্ষেরও বেশি টাকা স্রেফ নগদে খরচ হয়েছে বলে পর্ষদ সূত্রে খবর। ওই চার পরামর্শদাতার যাতায়াত, সাম্মানিকের জন্য ওই টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু আখেরে লাভ হল না কোনও। এদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার প্রশ্ন তুলেছেন টেন্ডার ছাড়া কী করে এই কাজ হল তা নিয়েও। তবে এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ পর্ষদের।

জঙ্গি প্রসঙ্গে সিদ্দিকুল্লার পথেই হাঁটলেন কল্যাণ, কাঠগড়ায় সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কারামন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর বক্তব্যের **অনুকরণ এবার ধরা পড়ল তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। শুক্রবার তিনি স্পষ্টতই জানান, 'বাংলায় কোনও জঙ্গি নেই, সন্ত্রাস ক্রিয়েট করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে জঙ্গি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই জঙ্গিটা কারা তৈরি করেছে? ক্রিয়েটেড। বাংলায় সন্ত্রাস নেই। শুভেন্দু অধিকারী মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, রাতেরবেলায় বস্তায় ভরে টাকা এনেছেন।' এর ঠিক আগে এই বিস্ফোরক অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে। এবার তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, বাংলায় জঙ্গি ঢোকাচ্ছেন উত্তর পূর্বের মন্ত্রী সুকান্ত। এমনকী তিনি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে জিতেছেন বলেও তীব্র কটাক্ষবাণ শানান তিনি। যদিও পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণের মানসিক সুস্থতা কামনা করেছেন সুকান্ত। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে উত্তেজনার রেশ ছড়িয়েছে এপার বাংলাতেও। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে আরও সক্রিয় হয়েছে বিএসএফ। এরইমধ্যে বাংলার একাধিক প্রান্তে লাগাতার কুখ্যাত সব জঙ্গি ধরা পড়তেই উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এরইমধ্যে কল্যাণের মন্তব্যে নতুন করে শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানউতোর। কল্যাণের কথায়, 'দিল্লি পুলিশ মানে অমিত শাহর পুলিশ। কেন্দ্র যা বলেছে সেই অনুযায়ী বিএসএফের ব্যর্থতা স্পষ্ট। উত্তর পূর্ব দিয়ে বাংলাদেশিরা ঢুকছে। নর্থ ইস্টের মন্ত্রী সুকান্ত। তার মানে উনিই করাচ্ছেন এসব। জঙ্গি আনাচ্ছেন। সুকান্ত যে ১০ হাজার ভোটে জিতেছেন সেটা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে।'**

যদিও এ প্রসঙ্গে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সোশ্যাল মাধ্যমে পোস্টও করেছেন সুকান্ত। তাঁর দাবি, কল্যাণ দলে কোণঠাসা। সে কারণেই এই ধরনের প্রলাপ বকছেন। সুকান্ত লিখছেন, 'আমি মন থেকে বিশ্বাস করি, আজকে আমার সম্পর্কে করা কল্যাণবাবুর প্রলাপ তাঁর উপর তৈরি হওয়া প্রবল চাপের বহিঃপ্রকাশ। তোষণের সংসারে আবদ্ধ থাকলেও দিনের শেষে তিনি দুর্গা মাতার সন্তান। আমি তাঁর মানসিক সুস্থতা কামনা করি।'

হাইকোর্টকে মামলা শুনতে অনুমতি দিক শীর্ষ আদালত, আর্জি অভয়ার বাবা-মা'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআই তদন্তে প্রশ্ন তুলে এবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করলেন অভয়ার বাবা-মা। কারণ, অভয়ার বাবা-মায়ের বক্তব্য, একা কেবল ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার নয়, এর পিছনে রয়েছে বৃহত্তর এক ষড়যন্ত্র। কিন্তু সিবিআই এই বিষয়গুলো এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এর আগে নতুন করে তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবার। কিন্তু এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন হওয়ায়, হস্তক্ষেপ করেনি হাইকোর্ট। এবার এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টকে মামলা শুনতে অনুমতি দিক শীর্ষ আদালত, এটাই আর্জি জানাচ্ছেন অভয়ার বাবা-মা।

শুধু তাই নয়, সাক্ষীদের মধ্যে নির্যাতিতার মা নিজেই ছিলেন, অথচ তাঁর সাক্ষ্য নেওয়াই হয়নি। সিবিআই-এর তদন্তের বেশ কিছু 'গ্রে-এরিয়া' রয়েছে, সেই বিষয়গুলো শীর্ষ আদালতের নজরে আনতে চায় পরিবার। এর আগে গোটা বিষয়টি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভয়ার বাবা-মা। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ স্পষ্ট করেছেন, এই মামলা আদৌ তিনি শুনতে পারেন কিনা, তার জন্য অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। আগামী সোমবার এই বিষয়টি শীর্ষ আদালতে সামনে আনা হবে।

এই প্রসঙ্গে অভয়ার বাবা জানান, 'সিভিক ভলান্টিয়র দোষী। এখনও যারা দোষী রয়েছে, যারা তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট সেরকমভাবে দেবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ সিবিআই ৯০ দিনেও চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিয়েছে। সেই কারণেই হাইকোর্টে গিয়েছি। আর হাইকোর্টে একটা শুনানির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে বলেই সুপ্রিম কোর্টে যেতে বাধ্য হচ্ছি।' এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট দেখেছে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া ঠিক ছিল, তাই আর হস্তক্ষেপ করেনি।'

খড়দায় তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি 'ভাঙচুর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংরেজি নতুন বছরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এলাকায় ব্যানার লাগিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। সেই ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় পাঁচজন তৃণমূল কর্মীর ছবি ছিল। যদিও ব্যানারে শুধু নাম ছিল না স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আকতার হোসেনের। অভিযোগ, ব্যানারে ছবি থাকা চারজন তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে ঘটনাটি ঘটেছে খড়দার রহড়া থানার পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০ নম্বর সংসদের আবদুল লতিফ রোডে। স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সাজরে আলম এবং শেখ ইরাজ বলেন, নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে এলাকায় তাঁরা একটা ব্যানার টাঙিয়ে ছিলেন। সেই ব্যানারে স্থানীয় পাঁচজন তৃণমূল কর্মীর ছবি ছিল।

সেই পাঁচজনের মধ্যে চারজনের বাড়িতে শুক্রবার রাতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আকতার হোসেনের নাম নিয়েই ওরা ভাঙচুর করেছে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আকতার হোসেনের দাবি, তাঁকে বদনাম করার চক্রান্ত চলছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা উচিত।

শিল্পী বয়কট ইস্যুতে আড়াআড়ি বিভক্ত জোড়াফুল শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পী বয়কট ইস্যুতে একদিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, দলটির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কারণ, কুণালের 'শিল্পী বয়কট' মন্তব্যকে খারিজ করতেই কার্যত দলেরই একাংশের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে দেখা গেল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদককে। শুধু কুণাল-কল্যাণ-ব্রাত্যদের মতো অভিজ্ঞ নেত্রীবৃন্দই নয়, একই সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূলের তরুণতুর্কি, আইটি সেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত তথা অভিষেক-ঘনিষ্ঠ দেবাংশু ভট্টাচার্যের গলাতেও। এই প্রসঙ্গে কুণাল আরও এক পা বাড়িয়ে বললেন, 'দলনেত্রী বলুন, ভুল বলেছি।' অর্থাৎ শিল্পীদের একাংশকে বয়কটের সিদ্ধান্ত যে মোটেই ভুল নয় তা শুক্রবার আরও একবার বোঝালেন রাজ্যসভার প্রাক্তন এই সাংসদ।

প্রসঙ্গত, আরজি কর নিয়ে তৃণমূল ও মমতাকে কটূক্তি করা সেলেবদের জোড়াফুলের যে কোনও রকম মঞ্চ থেকে দূরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন কুণাল। এরপরই অভিষেক স্পষ্ট করে দেন, তিনি এই মতামতের বিপক্ষে। এরপর এদিন, কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রতিবাদ ও নিন্দার অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদের নামে আপত্তিকর কথা বলা কাম্য নয়।' কুণাল এদিন এও মনে করিয়ে দেন, 'কোনও শিল্পীর স্বাধীনতায় হাত পড়ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বোচ্চ নেত্রী। তিনি শেষ কথা বলবেন। আরজি করের সময় তিনি কুৎসা-চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। উনি যা বলবেন মেনে নেব। আমি দলের সৈনিক হিসাবে বলছি, যাঁরা এই নোংরা কথা বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা তাঁদের অনুষ্ঠানে ডাকতে পারেন না। এটা দলের একাধিক গ্রুপে পোস্ট করা হয়েছে। এই সার্কুলার আমি দেখেছি। উত্তর কলকাতার যুবদের গ্রুপেও এই সার্কুলার আছে। ব্রাত্য বসুকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ইন্দ্রনীল সেনকে জিজ্ঞাসা করুন। আরে তাঁরা সবাই জ্বলে মরছে। এটা প্রতিবাদের নামে অসভ্যতা। কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।' একইসঙ্গে কুণাল এদিন এও বলেন, 'যেহেতু আরজি করের সময় অভিষেক বাইরে ছিলেন। গোটা বিষয়টির মধ্যে ছিলেন না। এই কুৎসা-চক্রান্ত যাঁরা আমরা সামলেছি আমাদের জিজ্ঞাসা করুন। আমরা বলে দেব।'

অন্যদিকে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল সুপ্রিমো সম্পর্কে যাঁরা বাজেবাজে কথা বলেছেন, তাঁরা আমার সংসদীয় ক্ষেত্রে এলে আমি নিজেই স্লোগান তুলব। ওদেরই শুধু অধিকার আছে? ওরা তো শুধু দিদি নয়, যাঁরা ওদের সঙ্গে হাঁটেননি তাঁদের সম্বন্ধেও বলেছে। এতদিন জানতাম, কাক কাকের মাংস খায় না। এখন দেখি এরা তাও খায়।' ব্রাত্য বসু গলাতেও এক সুর। এই প্রসঙ্গে ব্রাত্যর স্পষ্ট বক্তব্য, 'যাঁরা দিনের পর দিন সরকারের নামে বলল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বলল, এখন সরকারি শো তাঁরা করবেন কি করবেন না, তাঁদের অবস্থানই বা কী তা জানতে হবে? ওই সময় পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এর মানে কি পুরস্কারের সঙ্গে অর্থমূল্য ফিরিয়ে দিয়েছেন? একজনকে অন্তত পাসবই খুলে দেখাতে বলুন। পুরস্কার ফিরিয়েছেন তাঁর প্রমাণ দেখান।'

তমলুক সমবায় নির্বাচনে বোমাবাজি, এনআইএ চেয়ে হাইকোর্টে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তমলুক সমবায় নির্বাচনের দিন বিজেপি নেত্রীকে লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ। আর এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে এবার নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল বিজেপিকে। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে এই মামলায় রিপোর্ট তলব করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

গত ৮ ডিসেম্বর, তমলুকে সমবায় নির্বাচন ছিল। ৬৯টি আসনের মধ্যে ৫৬টিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় পায় তৃণমূল। বাকি ১৩টি আসনে জয়লাভ করে গেরুয়া শিবির। ওইদিনই নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি নেত্রী মামণি জানার দাবি, সমবায় ভোট চলার সময় তাঁদের লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়। তাতেই জখম হন বিজেপি নেত্রী। তাঁর আরও দাবি, সমবায় ভোটের রাতে বাইকে চড়ে দুই যুবক বিজেপি নেত্রীর বাড়ির পাশে আসে। এরপরই বিজেপি নেত্রীর পরিবারের সদস্যরা বারবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে ওই দুই যুবকের দিকে খেয়াল রাখে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তখনই তারা এলাকা ছাড়ে। পরদিন সকালে বাড়ির পাশে রাস্তা থেকে ড্রামভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। বিজেপি নেত্রীর অভিযোগ, তাঁর বাড়িতে হামলার লক্ষ্যে বোমাগুলি জড়ো করা হয়েছিল। এদিকে এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের। সে কারণে প্রায় চার সপ্তাহ পর আদালতের দ্বারস্থ বিজেপি। এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানানো হয়।

সম্পাদকীয়

সময় এসেছে পারস্পরিক সৌহার্দকে জাতীয় স্বার্থের কাজে ব্যবহার করার

গত এক দশকে পশ্চিম এশিয়া এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক তুলনামূলক ভাবে গাঢ় হয়েছে দিল্লির। এ বার সময় এসেছে এই পারস্পরিক সৌহার্দকে জাতীয় স্বার্থের কাজে লাগানোর। পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রটি হল কুয়েত — এই অঞ্চলে একমাত্র রাজতন্ত্র, যারা সফল ভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তা-ই নয়, আঞ্চলিক বিষয়েও কুয়েত সাধারণত নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এসেছে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাদ মেটাতে মধ্যস্থতাকারী দেশেরও কাজ করেছে। অন্য দিকে, বিশ্বের সার্বভৌম সম্পদ তহবিল অধিকারীদের অন্যতম হল কুয়েত, যা পরিচালিত হয় কুয়েত ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি (কিয়া) দ্বারা। লক্ষণীয়, এই সম্পদ সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-যাবৎ ধারাবাহিক ভাবে কুয়েতের প্রথম সারির বাণিজ্য-সঙ্গীদের অন্যতম থেকে এসেছে ভারত; গত অর্থবর্ষেই উপসাগরীয় রাষ্ট্রটির সঙ্গে ভারতের মোট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অঙ্ক ছিল ১০৪৭ কোটি ডলার। এই একই সময়ে কুয়েত ছিল দিল্লির ষষ্ঠ বৃহত্তম তেল সরবরাহকারী রাষ্ট্র। তা ছাড়া, সাম্প্রতিক কালে কিয়া-ও ভারতের বাজারে আনুমানিক এক হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। কুয়েতে আজ প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই সর্বাধিক। বলা বাহুল্য, মোদীর এ-হেন কুয়েত সফরটি সম্পন্ন হল এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে; গাজায় এখনও তাদের সামরিক হানা অব্যাহত রেখেছে ইজরায়েল। একই সঙ্গে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে ইয়েমেনেও। এমতাবস্থায় পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি পরিস্থিতি সুদূরপরাহত বলেই ধরে নেওয়া যায়। এর মাঝে সিরিয়ায় আসাদের পতন এই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। এ-হেন পরিস্থিতি ভারতের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছে তার শক্তি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কুয়েতের মতো জিসিসি-র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার। পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কিয়া-র তরফে দেশে বিনিয়োগের পথ সুগম করতে হবে দিল্লিকে। সুযোগ যখন মিলেছে, তার সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শব্দবাণ-১৫২

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ৩. সরীসৃপ ৫. পর্বতের নীচের দিকে অঞ্চল ৬. শবাধার ৭. তালগাছের — হাত ৯. স্বার্থ, প্রয়োজন ১১. বিনিময় ১২. পাজি, দুষ্ট।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চালু ২. ঝুলের মাপ ৩.অসত্য, মিথ্যা ৪. অগ্নি ৭. — ঘর ৮. তেঁতুল ৯. বিন্যাস, গড়ন ১০. পেট।

সমাধান: শব্দবাণ-১৫১

পাশাপাশি: ২. অনুশীলন ৩.ধারাবর্ণনা ৬. খাসনবিশ ৭. আগরবাতি।

উপর-নীচ: ১.পরানসখা ২.অনুধাবন ৪. বংশগতি ৫. নানারকম।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রদীপকুমার

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রদীপকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ডেইজি ইরানির জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নিরূপা রায়ের জন্মদিন।*

আত্মঘাতী বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলাদেশের কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শেষে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের আয়োজনের আভিজাত্যকে দ্বিতীয় বার স্বাধীনতা উদযাপনের নামে যে তাণ্ডব চলে, তার মধ্যে শুধু লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যালীলা বা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে নৃশংস অত্যাচারই শুধু নেই, তার সঙ্গে সে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ধ্বংস করার আত্মঘাতী ধ্বংসলীলার ভয়ঙ্কর পরিণতি নির্বিচারে এতদিনের গড়ে তোলা আত্মবিশ্বাসকেই ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। সেখানে যেভাবে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৭ মার্চ ১৯২০-১৫ আগস্ট ১৯৭৫) মূর্তি থেকে তাঁর ছবিকে ভেঙে গুড়িয়ে দক্ষযজ্ঞের মতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার আয়োজন চলে,তা শুধু বেদনাদায়কই নয়, কল্পনাতীত বিস্ময়কর। কেউ কখনও স্বপ্নেও তা ভাবতে পারেননি। আফগানিস্তানে তালিবানি স্বাধীনতা লাভে যেভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষে বিশালাকার বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলি ভাঙা হয়েছিল,তার সঙ্গেও এই বীভৎস অসভ্যতাকে মেলানো যায় না। যে মানুষটি জীবনের সর্বস্ব দিয়ে জীবনসংগ্রাম করে বাংলাদেশ নামক দেশটিকে গড়ে তুলেছেন,সেই শেখ মুজিবুর রহমানের (আগস্ট ১৯৭৫) দীর্ঘায়িত মূর্তিকেই ভেঙে নিশ্চিহ্ন করার বীভৎস আয়োজন চলে নির্বিরোধী স্বাভাবিকতায়! তাঁর উত্তরসূরি আত্মজা তথা সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচারী অরাজকতার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের সাফল্যে তীব্র জনরোষের প্রতিফলনে নৃশংসতার পরাকাষ্ঠায় সেই ট্র্যাজিক পরিণতি সারা বিশ্বের আত্মসচেতন বাঙালিকে নির্বাক করে তোলে! সেখানে ধর্মীয় বিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষও ছিল না। তাঁর স্বজাতির লোকেরাই তাঁকে নির্বিচারে অস্বীকার করার তাণ্ডবে মেতে ওঠে, দীর্ঘদিনের জমানো প্রতিশোধের আগুনে নিমেষেই ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লাগে। অথচ একুশ শতকের সূচনা দশকেও শেখ মুজিবুর রহমানের তীব্র জনপ্রিয়তা ছিল। ২০০৪-এ বিবিসি আয়োজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতিযোগিতায় তিনিই জনগণের ভোটে বিস্ময়কর ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পিছনে ফেলে প্রথম নির্বাচিত হন। এতে যে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বিপুল সমর্থন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিপুল জনভিত্তির মূলেও যে বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দেওয়া,তাও অনস্বীকার্য । সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে গড়ে তুলে তিনি বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেই সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করেছেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, তাঁকেই সেই ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার আয়োজন করে চলেছে তাঁরই স্বজাতি,তাঁরই দেশবাসী। তাঁকে অস্বীকার করা মানেই তো বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। সে দেশের নামকরণেও যে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা বর্তমান! তিনিই দেশটির নামকরণ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশের একাত্মতা তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্যেই প্রতীয়মান । আত্মঘাতী বর্বর বাঙালি তাঁর মূর্তি ভাঙার খেতে উঠেছে। অথচ বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গেই তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগ, বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছিন্ন নিবিড় বন্ধন। দেশটির সঙ্গেই তাঁর বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবন একাত্ম হয়ে রয়েছে।

আসলে বাংলাকে দেশের সঙ্গে জুড়ে বাংলাদেশ গড়ে তোলাই শেখ মুজিবের জীবনের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছিল। সেখানে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকাই তাঁকে শুধু স্বদেশে নয়,বিদেশের বাঙালির মনেও চিরস্মরণীয় করে তুলেছে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানের অধীনে পূর্ববঙ্গের বাঙালির স্বপ্ন যে ব্যর্থ হয়েছে, তা মাতৃভাষার অধিকার রক্ষিত না হওয়ার মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাকে অন্যতম দাপ্তরিক ভাষার প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। এজন্য ১৯৪৮-এর ১১ মার্চে সে দেশে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। তার কিছুদিন পর ২১ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহম্মদ আলি জিন্না পূর্ববঙ্গে এসে জানিয়ে যান উর্দুই সে দেশের রাষ্ট্রভাষা। ২৪ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনেও তিনি সেকথা আবার স্মরণ করিয়ে দেন । এতে স্বাভাবিক ভাবেই সেই ভাষা আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে। অচিরেই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন হোসেন সোহরাওয়ার্দি, আব্দুল হামিদ খান ভাসানি বা মৌলানা ভাসানি, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখদের নিয়ে সেদেশের প্রথম বিরোধী দল 'আওয়ামি মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ১৯৪৮-এর ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করে নেতৃত্ব প্রদানে তাঁর স্বকীয়তাকে আপনাতেই প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই পূর্ববঙ্গের সরকারবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, কারাবাসও করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সূচনাতেও আন্দোলন করে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি । শুধু তাই নয়, ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের নিয়ে আন্দোলন করেও কারাবরণ করেছিলেন। 'আওয়ামি মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার সময়েও তিনি জেলে ছিলেন। অথচ তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁকে লীগের একনম্বর যুগ্ম সম্পাদক করা হয়। অন্যদিকে শেখ মুজিব রাজনীতিতে বেঙ্গল মুসলিম লীগের অগ্রণী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্নে সক্রিয় হয়েছিলেন। সেই স্বপ্নের মোহও তিনি একসময় কাটিয়ে ওঠেন। কেননা বিভেদকামী শক্তি দিয়ে দেশের মানুষকে যেমন আপন করা সম্ভব নয়, তেমনই তার সর্বজনীনতার অভাবে রাজনৈতিক ঐক্যও গড়ে তোলা অস্বাভাবিক। আসলে তাঁর মধ্যে অসম্প্রদায়িক উদারতাই শুধু নয়, নেতৃত্ব দেওয়ার মানবিক মুখেও কোনোরকম দোলাচল ছিল না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পরবর্তীতে ১৯৫৫-এর ২১ অক্টোবরে লিগের কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের সদিচ্ছায় 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দেওয়ায় 'আওয়ামি লীগ' সর্বজনীনতা লাভ করে । তাঁর প্রতি আমজনতার আবেগ ও অনুরাগ এবং আস্থা ক্রমশ তাঁকে দেশের ত্রাতার আসনে আন্তরিক করে তোলে।

পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন যেভাবে ক্রমশ তীব্রতার মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী মানুষের কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছে, সেভাবেই পাকিস্তান সরকার সেই মুক্তিকামী ভাষাকে নীরব করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এজন্য সে দেশের সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারে আগ্রাসী শাসন নেমে আসে । সেখানে ভাষা আন্দোলনে ভাষার অধিকার মিললেও বাংলার অস্তিত্বকে পাকিস্তানীকরণ সম্পন্ন হয়। ১৯৫৫-তে পাকিস্তানের গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংবিধানে প্রদেশের নাম পূর্ব বাংলা রাখা, দেশের নামে ইসলামি প্রজাতন্ত্র না করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কথা জোরালোভাবে তাঁর বক্তৃতায় তুলে ধরেন। অথচ ১৯৫৬-তে সেই গণপরিষদে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের সংবিধানে কোনোটাকেই মান্যতা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে 'পূর্ববঙ্গ' শুধু 'পূর্ব পাকিস্তান' হয়ে গেল না, সেই বাংলাতেও ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ছায়া কায়া বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে সেই বাংলার প্রাদেশিক সরকারও পরাধীনতাকেই উজ্জীবিত করে চলে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী কায়েমী স্বার্থের শিকার হিসাবে সুদূরবর্তী পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দাসত্ব চেতনাই সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিমানসে স্বাধীনতাকামী করে তোলে। সেদিক থেকে প্রাদেশিক সরকারের অস্থিরতার পাশাপাশি পাকিস্তান সরকারে ক্ষমতার পালাবদলের তীব্র প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ জনমানসে বিদ্রোহের মেঘ জমে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে শুধু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল ক্রান্তিকালের বিদ্রোহ । যার পরিণতি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অস্থিরতায় পূর্ব পাকিস্তানের উপর আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ তীব্রতর রূপ লাভ করে। ১৯৫৮-তে ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আয়ুব খানের নেতৃত্বে সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন । আবার সেই আয়ুব খানই রাষ্ট্রপতিকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে নিজেই ২৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির আসনে সমাসীন হন। ১৯৬২-তে সামরিক শাসন প্রত্যাহারিত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কঠোর মনোভাবের কোনওরকম পরিবর্তন ঘটেনি, বরং আরও নৃশংস হয়ে ওঠে। সেখানে যে-কোনওভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে প্রতিহত করার মরীয়া প্রয়াসে স্বাভাবিক ভাবেই নির্মম অমানবিক নিষ্ঠুরতা যেভাবে নেমে এসেছে, তেমনই তার প্রতিক্রিয়ায় গণআন্দোলনে অভিমুখে দেশের স্বাধীনতাই আন্তরিক হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে দেশনায়কের ভূমিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদী ভূমিকা বর্তমান। মূলত তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন জেগে ওঠে। এজন্য তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক প্রস্তুতিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯৫৬-তে পূর্ব পাকিস্তানের জোট সরকারের মন্ত্রী হয়েও দলীয় কাজে বেশি করে সময় দেওয়ার জন্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন । অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির মাধ্যম তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ক্রমশ তাঁকে জননেতার মান্যতায় আন্তরিক করে তোলে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে তাঁর অভিভাবকসুলভ ভাবমূর্তি স্বাভাবিক ভাবেই আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। ১৯৫৭-তে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যান। অন্যদিকে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগেই থাকেন। দেশে সামরিক শাসন জারির সময়ে কয়েকবছর কারান্তরালে

ও স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন । সেদিক থেকে স্বাধীনচেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানের সরকারের দেশের প্রধান বিরোধী বিদ্রোহী শক্তির লক্ষ্যে আপনাতেই নজর কেড়েছিলেন।

১৯৬৩-তে সোরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে শেখ মুজিব সেই মুখ থেকে প্রমুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। ১৯৬৪-তে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিহত করে তাঁর ভাবমূর্তি সর্বজনীন করায় আরও নিবিড়তা লাভ করে। আর তাঁর পূর্ব পরিকল্পিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে নিয়ে দেশের বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলায় সক্রিয় হন। ১৯৬৬-এর ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সম্মেলনে '৬ দফা দাবি' পেশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই ছয় দফার মূলেই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন যা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাবনা হিসাবে বিবেচিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই দেশের অখণ্ডতা বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে পাকিস্তান সরকার তা অস্বীকার করে এবং তার প্রতিবাদে ৭জুন পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে গণআন্দোলনের সূচনা হয়। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবের আহবানে সেই গণআন্দোলনে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিমানসকে প্রাণিত করে। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারও তাঁকে বারবার গ্রেফতার করে প্রতিহত করায় অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই বন্দি অবস্থাতেই দেশদ্রোহের চরম অভিযোগ নেমে আসে। ১৯৬৮-এর ১৭ জানুয়ারি ভারতের সঙ্গে যোগসাজশ করে পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই মামলায় প্রমাণ হিসাবে যেসব কাগজপত্র উপস্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি চিরকুটে লেখা ছিল 'বাংলাদেশ'। সেক্ষেত্রে দেশটির নামকরণে যে শেখ মুজিবুরের ভূমিকা ছিল,তা বুঝতে আর অসুবিধা হয় না। আবার সেখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশের নামকরণ যে তাঁরই, তা অচিরেই স্পষ্টতা লাভ করে। ১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বরে সুরাবর্দির ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় শেখ মুজিবুর রহমান পাক সরকারের 'বাংলা' শব্দকে মুছে ফেলার চক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর স্পষ্ট বার্তা ব্যক্ত করেন 'জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বস্থানীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।' অন্যদিকে পাক সরকারের কঠোর মনোভাবে সেই মামলা বিশেষ আদালতে ১৯৬৮-এর ১৯ এপ্রিল বিচারের মাধ্যমে যত সক্রিয় হয়ে ওঠে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী জনমানসে ততই শেখ মুজিবের প্রতি একাত্মতাবোধ আন্তরিক হয়ে ওঠে। ১৯৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি সান্ধ্যআইনকে ভঙ্গ করে পাকস্তানি সামরিক সরকারের উৎখাতে গণঅভ্যুত্থানের মুলে ছিল শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি । তাঁকে তখন বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়ার বন্দোবস্ত চলছিল । তীব্র গণআন্দোলনের চাপে পড়ে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন পাক সরকার । শুধু তাই নয়, সেই অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করতে ১৯৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' সরকারিভাবে তুলে নেওয়া হয় । ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি লাভের পরে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্সের ময়দানে দশ লক্ষ লোকের জনসমাবেশে শেখ মুজিব শুধু বিপুল সংবর্ধনাই লাভ করেননি, আমজনতার 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে ওঠেন । অন্যদিকে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলদের নিয়ে আয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠক আহবান করে শেষে তা ব্যর্থ হলে তিনি ২৫ মার্চ পদত্যাগ করেন । সেদিক থেকে শেখ মুজিবের '৬ দফা দাবি'কেই সামনে রেখেই চলে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার স্বাধীনতা-সংগ্রাম । আর সেই স্বাধীন-সংগ্রামের মধ্যেও সমাজমানসের বহুস্তরীয় প্রতিবাদী-প্রতিরোধী চেতনাও বিস্তার লাভ করেছিল । সেই গণঅভ্যুত্থানের মধ্যেই তা প্রকট হয়ে ওঠে । সমাজের তৃণমূল স্তরে গণআন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আদর্শের বিস্তার বিশেষভাবে স্মরণীয় ।

পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব সেভাবে ছিল না । অন্যদিকে কৃষিপ্রধান হওয়ায় সে দেশে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের দল হিসাবে শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হকের 'শ্রমিক-প্রজা পার্টি'ই ১৯৫৩-তে 'কৃষক শ্রমিক পার্টি'তে পরিণত হওয়ায় মূল ধারার রাজনীতিতেও স্বতন্ত্রভাবে কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতাকে তীব্র করে তুলতে পারেনি । সেদিক থেকে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে বামপন্থী রাজনীতির আদর্শ বিস্তার স্বাভাবিক হয়ে আসে। অন্যদিকে পূর্ব বাংলাতে ছাত্ররাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বরাবর সক্রিয় ছিল। সেক্ষেত্রে জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে উচ্চ শিক্ষায় সমাগত ছাত্রদের মাধ্যমে সে দেশে বামপন্থী আদর্শ বৃহত্তর গ্রামীণ বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে । প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তার প্রভাব না থাকলেও গ্রামবাংলার জনজীবনে তার আবেদন যে তীব্র হয়ে উঠেছিল, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানেই তা প্রতীয়মান। অন্যদিকে ভারতে স্বাধীনতা-উত্তর পরিসরে ১৯৫০-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং সক্রিয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসে। সরকারিভাবে বিভিন্ন জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নের ফলে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার উদ্যোগও চলতে থাকে। জনস্বার্থে সরকারবিরোধী আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিই হয়ে ওঠে প্রমুখ। অন্যদিকে ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় । সেখানেও চীন ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট আদর্শ নিয়ে মতভেদ। ১৯৬৪-তে সরকারিভাবে সিপিআই ও সিপিআই(এম) দুটি দলে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে গড়ে না উঠলেও পরোক্ষভাবে নামান্তরে তার অস্তিত্ব নানাভাবেই বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখ্য। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পূর্ব বাংলার তৃণমূল স্তরে বামপন্থী জননেতা হিসাবে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। চীনপন্থী হিসাবে তিনি 'লাল মাওলানা' হিসাবে পরিচিতি পান। তাঁর উদ্যোগে ১৯৫৭-এর ২৫ জুলাই 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে তাঁর সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর লক্ষ্যে ছিল সমাজবিপ্লব । এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার চেয়ে ওপার বাংলার আমজনতার স্বার্থে তাঁর অনন্য ভূমিকা তাঁকে জাতীয় রাজনীতির বিকল্পেও তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেয়। এজন্য প্রয়োজনে তিনি পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করেছেন, প্রয়োজনে আবার তার তীব্র বিরোধিতায় নেমেছেন। ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবিকে তিনি সমর্থন জানাননি। ১৯৬৭-তে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি চীনপন্থী ও রাশিয়াপন্থীতে দ্বিখণ্ডিত হয় এবং মওলানা ভাসানী চীনপন্থীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনিই আবার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসামিদের মুক্তির দাবিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ব্রতী হন।

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার ছাত্রসংগঠনের যোগ অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য । সরকারবিরোধী অবস্থানে উচ্চশিক্ষিত ছাত্রসমাজই সেখানে জাতীয় আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠেছে বরাবর। ভাষা আন্দোলনের সাফল্যে ছাত্রদের প্রতিবাদী ভূমিকাই প্রতীয়মান। অন্যদিকে ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯-এ পূর্ব পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয়তাত্র মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। সেখানে ১৯৬৯-এ ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের '১১ দফা কর্মসূচী'র মধ্যে যেমন শেখ মুজিবের '৬ দফা দাবি'র স্বায়ত্ব শাসন রয়েছে, তেমনই তাতে দেশের জনগণের (ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মী প্রমুখের) নানা দাবি দাওয়াও বর্তমান। অন্যদিকে ১১ দফার অব্যবহিত পরিসরেই পূর্ব পাকিস্তানের সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরকম আটটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে 'ডেমোক্রেটিক অ্যাকশান কমিটি'। শুধু ছাত্রদের বা রাজনৈতিক দলের মধ্যেই নয়, কৃষজ-শ্রমিক থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ায় তা সহজেই গণঅভ্যুত্থানে সামিল হয়। অন্যদিকে শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে গণতন্ত্রের দাবিতে শুধুমাত্র স্বৈরশাসকবিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্থানীয় পরিসরে শাসক-শোষকবিরোধী বিচিত্র অভিমুখে জণজাগরণ ও গণচেতনার পরিসরে জনগণের প্রতিবাদী চেতনা প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে সমাজের নানাভাবে শোষিত-মানুষের মানুষের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠাটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছড়িয়ে যায়। সেদিক থেকে জনমানসে দীর্ঘদিনের লালিত ক্ষোভ-বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিবাদ প্রতিশোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিবাদী স্রোত একখাতে প্রবাহিত হয়ে মহাস্রোতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সেখানে সরকারের কাছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অপূর্ণ দাবিদাওয়াও সেই প্রতিবাদী আন্দোলনকে প্রাণিত করে। বিশেষ করে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ অকুতোভয় প্রতিবাদী আন্দোলনে রাজপথও মুখর হয়ে ওঠে। আর সেই মানুষদের পাশে সক্রিয় ভাবে সামিল হয়েছিল ছাত্রসমাজ। উচ্চশিক্ষিত ছাত্ররাই সেখানে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে শহরের শিল্পাঞ্চল থেকে বাংলার বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে শোষিত-শাসিত মানুষকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে প্রতিবাদে সামিল করার দিক থেকে বামপন্থী ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা বর্তমান। '১১ দফা কর্মসূচী'র নেপথ্যে সেই বামপন্থী ছাত্রসমাজই। আবার সেখানেও বামপন্থী রাজনীতির সেই দ্বিধাবিভক্ত প্রকৃতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কেউ চীন বা পিকিংপন্থী, কেউ মস্কোপন্থী। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের কায়েমী স্বার্থে সুবিধাভোগী শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সেখানে নানাভাবে সমান সক্রিয়। সেদিক থেকে সমষ্টিচেতনা থেকে ব্যক্তিমানসের বহুস্তরীয় সমাজবাস্তবতার নিরিখে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থান শুধুমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয় করেনি, জনজাগরণের গণসংগ্রামকে মূর্ত করে তুলেছে।

সেদিক থেকে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান অসফল হলেও তার অনস্বীকার্য প্রভাব অচিরেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর যাঁর নেতৃত্বাধীন গণ অভ্যুত্থানের নিভন্ত আগুন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মশাল জ্বেলে উঠেছিল, তাঁর নামই শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ঐকান্তিক আহ্বান সাড়া দিয়েই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর বাঙালি স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে সামিল হওয়ায় ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম হয়। সেখানে লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ভারত সরকারের সহযোগিতায় সুদীর্ঘ প্রায় নয় মাসের (১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর) মুক্তিযুদ্ধে অপরাজেয় থেকে শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন,তাতেই তাঁর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শিরোপা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেও পাকিস্তান সরকার সেই ফলাফলকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে ওপার বাংলার অরাজকতা ও স্বৈরাচারী শাসন তীব্রতর হয়। দমনপীড়নের মাধ্যমে পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্রতার স্বপ্নকে নির্মূল করায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার বার্তা দিয়ে তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেন। ইতিপূর্বেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের মধ্যে রাতে পাক সরকার সেনা নামিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের নামে ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে দেয়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যার যা আছে তাই নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। এজন্য সেই রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪ ডিসেম্বরে তাঁকে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও যুদ্ধের দ্রুত পালাবদলে তা কার্যকর হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর অবশেষে ১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি সারা বাংলাদেশ তাঁর জন্য অধীর অপেক্ষার অবসান ঘটে। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যেও রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তির কথা ঘোষণা হতেই নতুন দেশের মানুষের মুখে মুখে 'জয় বাংলা' ধ্বনি মুখরিত হতে হতে থাকে। সেদিনের দেশের আমজনতার আনন্দঘন রোমাঞ্চকর অনুভূতির কথা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর 'বিপুলা পৃথিবী' আত্মজীবনীতে জীবন্ত করে তুলেছেন। পাকিস্তান থেকে ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, অচিরেই সে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ১২ জানুয়ারি তিনিই সে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন । গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপক্ষেতা আধারে বাঙালির জাতীয়তার সমন্বয়ে তাঁর নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। সেক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার অপর নামই নন, দেশটির অস্তিত্বের সঙ্গেই তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য, অবিচ্ছিন্ন। স্বাধীন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি,নিজেই দেশটির সার্বভৌমিক অস্তিত্বকে প্রাণ দান করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর গুরু দায়িত্বভার নিয়ে বছর তিনেক পর ১৫ আগস্টে একদল সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে নৃশংসভাবে তিনি সপরিবারে খুন হন। দেশের রাষ্ট্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিবের ভূমিকার সমালোচনা হতেই পারে,কিন্তু দেশটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর অবিসংবাদী ভূমিকা আপনাতেই বাঙালিকে আনত করে, গর্বে তার বুক ভরে যায়, আত্মবিশ্বাসে তার মাথা উঁচু হয়ে ওঠে। তাঁর মহাপ্রাণের সঙ্গে একমাত্র নেলসন ম্যান্ডেলার তুলনা করা চলে। প্রায় সাতাশ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র করেছিলেন। সেখানে দেশের জন্য শেখ মুজিব অসংখ্যবার কারাবরণ করে পঞ্চান্ন বছরের জীবনেই তেরো বছর কারাবন্দি ছিলেন। শেষে নিজের দেশের বিশ্বাসঘাতক সামরিক কর্মকর্তাদের হাতেই নির্মম ভাবে সমূলে বিনাশের মধ্যেও তাঁর অস্তিত্ব বুঝিয়ে দেয় দেশটির আধিপত্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কত সুগভীর ছিল,কত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল । খুন করেও তাঁর ভাবমূর্তিকে মুছে ফেলা যায়নি। বরং আরও বেশি করে বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব আপামর বাঙালির মন ও মননে ঘনিষ্ঠ হয়ে ছড়িয়ে পরে। তারই পরিচয় ২০০৪-এ বিবিসির আয়োজনে তাঁর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে ওঠা। শুধু তাই নয়, আগুনের মধ্যে থেকে ফিনিক্সপাখির মতো তাঁর অস্তিত্ব ক্রমশ সে দেশেই অবিনশ্বর ভাবে জেগে ওঠে, জেগে থাকে । সেখানে শেখ হাসিনার উত্তরণ থেকে পতনের সঙ্গে শেখ মুজিবের মূর্তির করুণ পরিণতিকে মেলালে ঠিক হবে না। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের 'বাহান্নর দিনগুলো'তে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের উপরে পাক সরকারের গুলি ছোঁড়াকে 'কত বড় অপরিণামদর্শী কাজ' বলে অভিহিত করেছেন । সেখানে ছাত্রদের মৃত্যুর নীরবতাই ভাষা আন্দোলনে মানুষের মুখে ভাষা জুগিয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকারের গুলি চালানোয় কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনই সরকার উৎখাতে পরিবর্তিত হয়ে বঙ্গবন্ধুরই মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং মূর্তির মাথায় প্রস্বাব করে বাঙালিকেই হতবাকে নির্বাক করে তোলে, ভাবা যায়! আসলে আমরা ভুলে যাই, ফুঁ দিয়ে আগুন নেভে, আবার ফুঁয়ে নেভা আগুন জ্বলে ওঠে। সেক্ষেত্রে শুধু শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করলেই আমাদের দায় ফুরিয়ে যায় না, আত্মসমালোচনাও জরুরি । এই মূর্তি ভাঙা নিয়ে কোনওরকম প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ দেখা গেল না, উল্টে তাঁর অস্তিত্বকে সরকারের সঙ্গে জুড়ে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি থাকে। সেখানেও তাঁর নীরবে সরব অস্তিত্ব আজও সমান সচল। অস্বীকারের মধ্যেই যে স্বীকারের আভিজাত্য প্রকট হয়ে ওঠে । অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান তো শুধু শেখ হাসিনার পিতা নন, তিনি বাংলাদেশের জাতির জনক,বিশ্বের আপামর বাঙালির বঙ্গবন্ধু। তাঁর মূর্তি ভাঙা যায়,গড়াও যায়, কিন্তু তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন ভাবমূর্তি ভাঙার সাধ্য কারও নেই। বঙ্গবন্ধু বাঙালির মনেপ্রাণে জেগে থাকে নীরবে, নিভৃতে, সংগোপনে, নিরন্তর।

প্রকাশ্যে ধানের ভেজাল কারবার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: কৃষকের ধানে ভেজাল মিশিয়ে তা চলে যাচ্ছে রাইস মিলগুলোতে। যার জেরে ক্ষতির মুখে রাইস মিলগুলি। এমনই অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে।

বাংলার শস্যগোলা নামে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলা। সেই জেলার রাইস মিলগুলোর বেশির ভাগটা এখন ধুঁকছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গলসির রাইস মিল মালিকদের এক অংশের দাবি, আউশগ্রামের বেশির ভাগ এলাকায় এক ধরনের ধান কারবারি গজিয়ে উঠেছে পুলিশি ছত্রছায়ায়। তারা মূলত আউশগ্রাম থানা এলাকার বেরেণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসস্ট্যান্ডের পাশে, পিচরাস্তার রাস্তার ওপর একাধিক জায়গায় মাঠের মাটি এনে সারা বছর ধরে ধুলো তৈরি করছে এবং গৃহস্থের বাড়ি থেকে সরাসরি পাঁচ ছয়টি কারবারি এখানে ধান কিনে এনে তাতে জল ছিটিয়ে সেই ধুলো ধানে মাখাচ্ছে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে। সেই সঙ্গে ধানের আগড়া ঘুরপথে রাইস মিলগুলো থেকে নিয়ে এসে এই ধানের চোরা কারবার চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। পুলিশের এক অংশ এই চোরা চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি। আউশগ্রাম থানার পুলিশ টাকা খেয়েই এই বিষয়টিকে চালাতে সাহায্য করে যাচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

শুধু তাই নয় শ্রীকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণপুর, বেরেণ্ডার বহু মানুষ এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত। কারবার চালাতে রয়েছে তাদের রাজনৈতিক যোগাযোগও। আর এই ধানের মতো খাদ্যের বিরাট ভেজাল চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কয়েকশো কোটি টাকার অন্ধকার জগতের ব্যবসা। যদিও এবিষয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। কারবারিরা এই অসাধু ধানের কারবার দেখিয়ে কয়েক কোটি টাকার ব্যাঙ্কের ঋণও তুলে রেখেছে। এই চোরা চালানের কারবারিদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে রাইস মিলগুলোর এক অংশের কর্মচারীদের সঙ্গে। তারাও এদের থেকে টাকা নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে কারবার। আর এই কারণে পূর্ব বর্ধমানের বহু রাইস মিল আউশগ্রামের এই কারবারিদের কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত।

বর্তমানে গুসকরা শহরের একটি রাইস মিল এদের থেকে কোনও ধান কেনে না। কিন্তু গলসি, পারাজ সহ জেলা ও জেলার বাইরের রাইস মিলগুলো না জানার ফলে প্রতিদিন এদের জন্য পড়ছে ক্ষতির মুখে। দীর্ঘদিন ধরে কী ভাবে চলতে পারে পুলিশের নাকের ডগায় এমন কারবার উঠছে প্রশ্ন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আবাসে তৎপর

রাতারাতি উপভোক্তাদের প্ল্যান, দ্রুত বাড়ি তৈরির নির্দেশ বাঁকুড়া প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বৃহস্পতিবারই প্রশাসনিক সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দিয়েছেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পে যারা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে তারা যাতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ি তৈরি করে এবং তার নজরদারি রাখে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরেই তৎপর বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের সলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া ৫৪৬ জন উপভোক্তাকে ডাকা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় রাজ্যের শুভেচ্ছা বার্তা। দেওয়া হয় বাড়ি তৈরির প্ল্যান, কীভাবে বাড়ি তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে জানানো হয় অতি দ্রুততার সঙ্গে তারা যাতে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে।

তারা জানান, প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর বাড়ি তৈরি না করলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি উপভোক্তারা বাড়ি তৈরি করছেন কিনা সেই বিষয়েও ক্রমাগত নজরদারি রাখবেন গ্রাম পঞ্চায়েত জানান সলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিল দে। পাশাপাশি তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরই রাতারাতি সমস্ত প্ল্যানের প্রিন্ট আউট তৈরি করে রাতের মধ্যেই সকল উপভোক্তাদের পঞ্চায়েতে ডাকা হয় এবং তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় প্রথম কিস্তির বাড়ি তৈরি করার জন্য।

তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে প্রাণনাশের হুমকি চিঠি, বুলেট ও সাদা থান, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নওদা: কাগজে লেখা এক ছোবলেই ছবি। সঙ্গে রয়েছে একটি বুলেট। নওদা থানার মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মণিরুল ইসলামের বাড়ির সামনে শেষকৃত্যের সামগ্রী ও সাদা থান রেখে গেল কেউ বা কারা। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের নওদা থানার। বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল নেতার বসত বাড়ির সামনে সাদা থান সঙ্গে ফুলের মালা, গোলাপ জল ও পঞ্চায়েত সদস্যের একটি ছবি রেখে যায় দুষ্কৃতীরা। এইসবের সঙ্গে বুলেট সহ প্রাণে মারার হুমকি চিঠি দেওয়া হয়েছে। নওদা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নওদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গত বিধানসভা নির্বাচন থেকে বাড়ির সামনে সাদা থান দিয়ে হুমকি বার্তা দেওয়া শুরু হয়েছে। মালদায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে তৃণমূল নেতা খুনে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে রয়েছে। এরই মাঝে নওদায় তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের বাড়িতে শেষকৃত্যের সামগ্রী, বুলেট ও হুমকি চিঠি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পিছনে ব্যবসায়িক আক্রোশ না রাজনৈতিক যোগ রয়েছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, যে বা যারা করে থাকুক কাউকে রেয়াত করা হবে না। রাজনৈতিক রঙ না দেখেই পুলিশকে অপরাধীদের ধরতে বলা হয়েছে। জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, তৃণমূল দল এখন হিংসায় ফুটছে। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে। নিজেরাই হিংসার রাজনীতিতে নেমেছে।

দ্বারোদঘাটন হল অর্কদ্যুতি পাবলিক স্কুলের। শুক্রবার সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের করিধ্যা সৎসঙ্গ কলোনির এই বাংলা মাধ্যমে ছোটদের এই স্কুলের দ্বারোদঘাটন করেন স্কুলের সভাপতি আলপনা চক্রবর্তী। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অর্চনা ভট্টাচার্য বলেন, এলাকায় দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সম্পূর্ণ বাংলা মাধ্যমে বেসরকারি স্কুলের প্রাকৃতিক পরিবেশে খেলার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য আমরা এই স্কুল করেছি। অর্কদ্যুতি এডুকেশনাল ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান অনিল চক্রবর্তী বলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে ছোট ছোট শিশুদের বৈজ্ঞানিক ভাবনায় প্রকৃতির কোলে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতেই এই স্কুলের ভাবনা।

রেডিওলজিস্টের অভাবে আসানসোল হাসপাতালে বন্ধ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল জেলা হাসপাতালে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি প্রায় দু'মাস ধরে বন্ধ ভোগান্তি রোগীদের। সাধারণত পেটের সমস্যাজনিত কারণে এবং গর্ভবতী মহিলা যাঁরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ রোগীকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু দীর্ঘদিন বাবদ রেডিওলজিস্টের অভাবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ইউএসজি বিভাগ বন্ধ। ইউএসজি বিভাগ বন্ধ হওয়ার কারণে রোগীদেরকে বাইরে হাজার টাকারও অধিক মূল্যে ওই পরীক্ষা করাতে হচ্ছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র একজন রেডিওলজিস্ট আছেন এই হাসপাতালে। যিনি এখন শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটিতে আছেন। যার ফলে ইউএসজি বিভাগ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ। যার কারণে ফিরে যেতে হচ্ছে দুঃস্থ মানুষদের। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনিস বলেন, একজন রেডিওলজিস্ট আছেন তিনি বর্তমানে ছুটিতে। স্বাস্থ্য ভবনে খবর দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁর রিলিভার পাওয়া যায়। এছাড়াও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে যাতে পিপিইউ মডেলে এই বিভাগ চালু করা যায়।

উল্লেখ্য, গড়ে ৮০ থেকে ১০০ জন রোগী আসেন ইউএসজি পরিষেবার নেওয়ার জন্য। কিন্তু বিনা পয়সায় এই পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে বেসরকারি পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। যার জন্য দিতে হচ্ছে হাজার টাকার বেশি মূল্য।

ইসিএলের বালির গাড়িতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী, রাস্তায় জল স্প্রে ও গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রাস্তায় জল স্প্রে ও বেপরোয়া ভাবে ইসিএলের বালি বোঝাই গাড়ির চলে চলের প্রতিবাদে ইসিএলের বালি বোঝাই ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।

শু ত্র ক বা র. পাণ্ডবেশ্বরের ডালুরবাধ চার নম্বর এলাকার স্থানীয় মানুষজন ইসিএলের বালি বোঝাই ডাম্পার আটকে দেয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা দিয়ে ইসিএলের বালি বোঝাই গাড়িগুলি দ্রুত গতিতে পারাপার করছে। যার জন্য ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এছাড়াও বালি বোঝায় ডাম্পারগুলির কারণে রাস্তায় মধ্যে জমছে বালি যার জেরে ওই এলাকার দোকানপাট সহ ব্যবসায়ীরা পড়েছেন বিপদে। এছাড়াও রাস্তার ধুলো আটকাতে নেই জল স্প্রের ব্যবস্থা।

ধুলোর কারণে নাজেহাল অবস্থা এলাকাবাসীদের। তাই তাঁরা এদিন ইসিএলের বালির আটকে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় বাসিন্দা ঋদ্ধি মুখার্জি বলেন, নিয়মিত ওই রাস্তায় জল দিতে হবে এবং গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ইসিএলের বালি বোঝাই ডাম্পারগুলিকে আটকে রাখেন স্থানীয়রা। ইসিএলের কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পর বিক্ষোভ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক ও পাঠ্য সামগ্রী তুলে দিল ভারত সেবাশ্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের প্রায় ৪২টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পুস্তক ও পাঠ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। কলকাতার বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে স্কুল গুলিকে পুস্তক ও পাঠ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, শিক্ষার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে নানা কাজ করে চলেছেন তারা। আরো উন্নততর পরিষেবা অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাণী সম্পদ বিকাশ সহ নানা কাজে সচেষ্ট রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। তাদের স্বনির্ভর করে তুলতে মৎস্য পালন সহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর, বাসন্তী, গোসাবা, কুলপি, মন্দির বাজার, কুলতলির মৈপীঠ প্রভৃতি অঞ্চলের জন্য দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

পাঁঠার জন্মদিনে কেক কেটে পংক্তি ভোজে নিমন্ত্রিত অতিথি শ'দেড়েক

বনস্পতি দে ● হুগলি

তার মাথায় লাগানো টুপি, মুখে ধরানো বেলুন, গায়ে লাল জামা। সাজিয়ে গুছিয়ে 'রাজা'কে বসিয়ে দেওয়া হল কেকের সামনে। মুখ নামিয়ে কেক খেল সে। সবার কোলে কোলে ঘুরে জন্মদিন কাটল ভালোই! ওদিকে বাড়িতে তখন বিয়েবাড়ির মেজাজ। পাঁঠার জন্মদিন তো কী হয়েছে, আয়োজন দেখে বোঝার উপায় নেই। বড় বড় পাত্রে ঢালা হচ্ছে ভাত-ডাল-ঝুরি আলু ভাজা। নিমন্ত্রিতও অনেক। শুনতে অবাক লাগলেও এভাবেই পাঁঠার জন্মদিন পালন করা হল হুগলির চুঁচুড়ায়।

বৃহস্পতিবার চুঁচুড়ার বুনোকালিতলা বালিপুকুর ধারের বাসিন্দাদের অনেকেরই নিমন্ত্রণ ছিল ওই বাড়িতে। বাড়ির মালিকের নাম বাবলু ওঁরা। তাঁরই পোষ্য এই রাজা। এদিন ছিল তার এক বছরের 'জন্মদিন'। না জন্মের একবছর নয়, পোষ্য হিসেবে তাঁর বাড়িতে আসার এক বছর। রীতিমতো কেক কেটে পংক্তি ভোজে পালন করা হল জন্মদিন। নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা ছিল শ'দেড়েক। পাত পেড়ে বসে সবাই খেলেন ভাত, ভেজ ডাল, চিপস, মুরগির মাংস, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি।

এলাকার এক বাসিন্দা জানান, গত বছর ২ জানুয়ারি শীতের রাতে একটি পাঁঠা বাবলু ওঁরাওয়ের বাড়িতে চলে আসে। ফলে সেদিনই কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হল। বাবলু নিঃসন্তান। তাই ওই পোষ্যকে তিনি সন্তানের মতো বড় করেছেন। বাবলুর বন্ধু সঞ্জীব ঘোষ, রতন পাশোয়ান সহ অন্যান্য বন্ধুরা মিলে ঠিক করেন পাঁঠার জন্মদিন পালন করা হবে। অনেকেই তো কুকুর বিড়ালের মতো পোষ্যের জন্মদিন পালন করেন। সেভাবেই এই আয়োজন।

কেশপুরে তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ২০০১ সালে বাম সরকারের আমলে তৎকালীন রাজ্যের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেশপুরে জনসভা করতে এসেছিলেন। জনসভা শুরুর আগে কেশপুর ব্লকের ছুতারগেড়া এলাকায় মিছিলরত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী আক্রমণ করে। প্রতিবাদে গর্জে উঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ছুতারগেড়া এলাকায় ধিক্কার মিছিল প্রতিবাদ সভা করে আসছে। শুক্রবার প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের বিধায়িকা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শিউলি সাহা এবং রাজ্য তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে, আগে সিপিএমের আমলেও এরকম বহু ঘটত। কোনও বাইরের রাজ্য থেকে যদি লোক আসে, সেই বিষয়টা দেখা উচিত কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন তিনি বিষয়টি দেখুন। পাশাপাশি কুণাল ঘোষ বলেন, আগের থেকে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা অনেক ভালো। তবে পুলিশকে বলব আত্মতুষ্টিতে না থেকে আরো ভালোভাবে কাজ করতে হবে। কয়েকদিন আগে অসম ও ত্রিপুরা থেকে বহিরাগতরা এসেও অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল, এটা তো পুরো কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা। বিএসএফ যদি বর্ডার পাহারা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তো এই ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে। পাশাপাশি কেশপুরের মাটি যে সংগ্রামের মাটি, এদিন তাও তিনি উল্লেখ করে কর্মী সমর্থকদেরকে বার্তা দেন। সেইসঙ্গে তিনি বলেন কেশপুর থেকে লড়াকু নেত্রী শিউলি সাহা যেভাবে সংগঠন মজবুত করে কাজ করে চলেছে তাতে আগামী দিনে আমরা কেশপুর থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের মতামত নিয়ে ভোটে জয়লাভ করব।

পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরে ব্যাপক গরমিলের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পরীক্ষায় পেয়েছে ৪১০। এদিকে মার্কশিটে লেখা রয়েছে ১১০। পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে হতাশ পড়ুয়া আর তার পরিবার। পড়ুয়ার নাম রৌনক মণ্ডল, তার বাড়ি পানাগড়ের রেল কলোনি এলাকায়। রৌনক এবার অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে গত ডিসেম্বর মাসের ২৩ তারিখে হাতে রেজাল্ট পায়। রেজাল্ট হাতে পেয়ে সে দেখে তার প্রাপ্ত মোট নম্বর ১১০। তার দাবি, সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে পড়াশোনা করে ভালো ভাবেই পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করে এবার নবম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যে রেজাল্ট সে হাতে পায়, তাতে কোনও ভাবেই সে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে না। এই নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন সকলে। পরে পরিবারের সকলে লক্ষ্য করেন তার প্রতিটা বিষয়ে পাওয়া নম্বর যোগ করলে তা দাঁড়ায় ৪১০।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সেই নম্বর যোগ করে করেছেন ১১০। বিষয়টি লক্ষ্য করার পরেই তারা বিদ্যালয়ে গোটা বিষয়টি জানালেও, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা তাঁরা পাননি বলে অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষিকারা কী ভাবে এই ভুল কাজটা করতে পারে? সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন রৌনকের অবিভাবকরা। যদিও এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে রৌনক ও তার অবিভাবকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও নির্বাচন নির্ঘন্ট

এতদ্বারা পলাশডাঙ্গা সমবায় কৃষিউন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ৩০/০১/২০২৫ তারিখে বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমাবায়ের পরিচালন পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন সংক্রান্ত সূচী নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রঃ নং	বিষয়/বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়নপত্র বিলি	০৪-০১-২০২৫ হইতে ০৮-০১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩ টা পর্যন্ত (ছুটির দিন বাদে)	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
২.	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৭-০১-২০২৫ ও ০৮-০১-২০২৫ তারিখ	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১০-০১-২০২৫ তারিখ	বেলা ১২ টা থেকে	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
৪.	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১০-০১-২০২৫ তারিখ	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা অব্যবহিত পরে	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
৫.	মনোনয়নপত্র / প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১১-০১-২০২৫ তারিখ	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
৬.	চূড়ান্ত (বৈধ) প্রার্থীতালিকা প্রকাশ	১১-০১-২০২৫ তারিখ	বেলা ৩টের পর	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
৭.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৪-০১-২০২৫ তারিখ	দুপুর ১২ টা থেকে	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
৮.	বিশেষ সাধারন সভায় ভোট গ্রহণ	৩০-০১-২০২৫ তারিখ	সকাল ১০টা হইতে বেলা ২ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
৯.	ভোট গণনা	৩০-০১-২০২৫ তারিখ	ভোট শেষ হওয়ার পর	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
১০.	ভোট গণনা	৩০-০১-২০২৫ তারিখ	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ
১১.	বিজয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্র বিতরণ	৩০-০১-২০২৫ তারিখ	ফল ঘোষণা পর	সমিতির অফিস প্রাঙ্গণ

নির্বাচন সংক্রান্ত সকল তথ্য বিশদে জানতে হলে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করুন।

সহকারী রিটানিং অফিসার,
পলাশডাঙ্গা সমবায় কৃষিউন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর উপধারা (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স কমোডাম গ্রসারিস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৪৪, সাকেত বিল্ডিং, মল্লিক বাজার, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, মঙ্গলবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "এনসিটি-দিল্লিতে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা :
৪৪, সাকেত বিল্ডিং, মল্লিক বাজার, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১৬

আবেদনকারীর পক্ষে
কমোডাম গ্রসারিস প্রাইভেট লিমিটেড
অরুণ কুমার বাজপেয়ী
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৩.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৩৫০৭৫৮০

এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোড, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ইমেল : sbi.64202@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, একটি মূল স্বত্ব দলিল-**শ্রী শুভময় মুখার্জি পিতা জয়ন্ত মুখার্জি এবং শ্রীমতি সায়নী মুখার্জি স্বামী শ্রী শুভময় মুখার্জির নামে,** সাকিন ডি-৪/২, অমৃত বিহার, কামালগাছি, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা : ৭০০১০৩, লোন এ/সি নং : ৩১৬৯৪৭৬৭২৯৫ তারিখ ৩১.০৩.২০১১, শ্রী শুভময় মুখার্জি, পিতা জয়ন্ত মুখার্জি এবং শ্রীমতি সায়নী মুখার্জি স্বামী শ্রী শুভময় মুখার্জি এর নামে আমাদের হেফাজত ঠিকানা এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি৬-৫ম তলে, ভবন/ব্লক নং সি, বসবাসের কমপ্লেক্স- রিজেন্ট সোনারপুর হিসেবে পরিচিত এরিয়া ৯১৮ (সুপার বিল্ট আপ), এবং ১ (এক) ঢাকা কার পার্কিং নং সি/৩০, একতলায় উক্ত প্রেমিসেসে। বিস্তারিত বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১১, পৃষ্ঠা ২১৭৬ থেকে ২২১৫, দলিল নং ০৪৫৫১-২০১১ সালের রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা, অফিস এ আর এ -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
আমি ইতিমধ্যেই বারুইপুর থানায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ২৬০২ তাং ২৮/১২/২০২৪ উক্ত হারানো দলিল সম্পর্কে দায়ের করেছি।
কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে **এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
এইচএলসি বারুইপুর
তারিখ : ০৪.০১.২০২৫

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিস লি.
রেজিস্টার্ড অফিস : কাঁকারিয়া এস্টেট, ৬ষ্ঠ তল, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ভারত
CIN : L65993WB1979PLC032394
ফোন ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ ই-মেইল info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিংয়ের ফলাফল

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১১০ এবং তৎসহ পঠিত বিধিমালা অধীনে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাব কোম্পানির সদস্যগণের অনুমোদন।
শ্রী সচীন কুমার কোম্পানি পেশায় নিযুক্ত কে ৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পোস্টাল ব্যালট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল নিম্নোরূপ : -

ক্রম নং	প্রস্তাবের বিবরণাদি	প্রস্তাবের ধরন	শেয়ারের সংখ্যা এবং মোট পক্ষে ভোটের শতাংশ		শেয়ারের সংখ্যা এবং মোট বিপক্ষে ভোটের শতাংশ	
			মোট ভোট	ভোটের শতাংশ	মোট ভোট	ভোটের শতাংশ
১	কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ-স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী পরিমল গুনবানত্রাই আজমেরা (ডিন -০২১২৬২২৫) এর নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি	সাধারণ প্রস্তাব	৭২৫৭৫৭৭	৯৯.৯৪০৭	৪৩০১	০.০৫৯২
২	কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ-স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী আনন্দ আগরওয়াল (ডিন - ০৩১২১৩৬৯) এর নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি	সাধারণ প্রস্তাব	৭২৫৭৫৭৭	৯৯.৯৪০৭	৪৩০১	০.০৫৯২
৩	কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ-নন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে শ্রীমতি শ্রুতি সুকুল (ডিন- ১০৭৯৪৮৪০) এর নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি	সাধারণ প্রস্তাব	৭২৫৭৫৭৭	৯৯.৯৪০৭	৪৩০১	০.০৫৯২
৪	কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ-নন-ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিন- ০০৩২০৪৫৯) এর নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি	সাধারণ প্রস্তাব	৭২৫৭৪৭৭	৯৯.৯৪০৭	৪৩০১	০.০৫৯২

সংশ্লিষ্ট পোস্টাল ব্যালটের (ই-ভোটিং সহ) ফলাফল অনুযায়ী উক্ত প্রস্তাবসমূহ সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.ludlowjute.com/ দেখা যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আর কে গুপ্তা
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০২৫

ঈশ্বরচন্দ্রপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং -২৫৩(এন), তাং-২৯-০৮-১৯২১
গ্রাম+পোস্ট- ঈশ্বরচন্দ্রপুর, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া।
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:-এর সমস্ত সদস্য, সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত খসড়া নির্বাচক তালিকা (সমিতির জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ০৩-০১-২০২৫ তারিখে সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত হইলো (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিতভাবে ইং ০৯-০১-২০২৫ ও ইং ১০-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ১৫-০১-২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং ১৫-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে।
বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
ঈশ্বরচন্দ্রপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

আশিয়ানা হাউজিং লি.
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার(গণের) কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র এবং হলফনামা কোম্পানির নিকট অনুরোধ পাঠানো হয়েছে, বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	নথিভুক্ত শেয়ারহোল্ডারের নাম	এল এফ নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	ডিসটিংটিভ নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	ভানু প্রকাশ জৈন	০০০১৭৫৮	৩৪০	৭০২৫০১-৭০৪২৫০	১৭৫০
২.	সঞ্জয় কুমার	০০০৮৯৩৯	১৭৯২	৩৩২৯৭৫১-৩৩৩৩২৫০	৩৫০০
৩.	সীমা চৌধুরী	০০০৮৯৪১	১৭৯৪	৩৩৩৬৭৫১-৩৩৪০২৫০	৩৫০০
৪.	রুবি রানি	০০০৮৯৪২	১৭৯৫	৩৩৪০২৫১- ৩৩৪৩৭৫০	৩৫০০

কোম্পানি বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়াধীন, কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার মেসার্স বিতাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সেন্টার, দাদা হরসুখ দাস মন্দিরের নিকট, নিউ দিল্লি ১১০০৬২ এর নিকট জানাতে পারেন।

আসিয়ানা হাউসিং লি এর পক্ষে
স্বা/-
নিতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ০৩.০১.২০২৫

SIMPLEX PROJECTS LIMITED
CIN: L45201WB1990PLC050101
Registered Office: 12/1 Nellie Sengupta Sarani, Kolkata-700 087
Phone : 033-2252-4125, E-mail: info@simplexprojects.com
Website: www.simplexprojects.com

NOTICE OF THE 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION

1. **Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened at 11.30 A.M IST, Tuesday, the 28th Day of January, 2025 through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility** to transact the Business as set out in the Notice which will be circulated for convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules farmed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April'2020, 17/2020 dated 13th April' 2020 and 20/2020 dated 5th May' 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular (s)") , the Company has decided to conduct the AGM through VC/OAVM facility without the physical presence of the Members at a common venue.
2. **The Notice of the 32nd AGM and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March' 2022 ("Annual Report") will be sent only by E-mail to all those Members**, whose E-mail Address are Registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular(s) as mentioned above. Members can join and participate in the **32nd** AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the **32nd** AGM and the manner of participation in the remote E-Voting or casting Vote through the E-Voting System during the **32nd** AGM are provided in the Notice of the **32nd** AGM. Notice of the **32nd** AGM and the Annual Report will be made available on the Website of the Company i.e. **www.simplexprojects.com** .
3. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the Members can cast their vote though remote e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC.
4. The members will have any opportunity to cast their vote(s) remotely in respect of the business to be transacted at the AGM through remote E-voting and for this purpose, it has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. Accordingly, the facility of casting votes by a Member using remote e-Voting system before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL. The detailed procedure for remote E-voting for the members holding shares in dematerialised mode or physical mode is provided in the Notice of the AGM. The remote E-voting period commences on **Saturday, 25th January, 2025 (9.00 a.m. IST)** and ends on **Monday 27th January, 2025 (5.00 p.m. IST)**. During this period, members holding shares either in physical or dematerialised form, as on cut-off date i.e., as on **Tuesday, 21st January, 2025** may cast their vote(s) electronically. The E-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter.
5. **Members holding shares in physical form who have not registered their E-mail / Bank Account** details, are requested to visit **https://wisdom.cameoindia.com** portal of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars and Share Transfer Agents (RTA), and register their E mail and other details, in order to receive a copy of AGM Notice, Annual Report and login details for remote E-voting or casting Vote through the E-Voting System during the AGM.
6. **Members holding shares in demat form can update their E-mail address & Bank account** details by submitting a request to the concerned depository participant.
7. Those Shareholders who have already registered their E-mail address are requested to keep their E-mail addresses validated with their depository participants/ the Company's Registrar and Share Transfer Agent, to enable servicing of Notices/ documents/ Annual Reports electronically to their E-mail addresses.
8. In case of any queries including issues and concerns related to remote E-voting or casting Vote through the E-Voting System during the AGM, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call at 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at **evoting@nsdl.com**

The above notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circular(s).

For Simplex Projects Limited
Sohini Shukla
(Company Secretary)
ACS: 48409
Place : Kolkata
Date : 03.01.2025

শ্রদ্ধার সঙ্গে ইংরেজবাজার শহর বিদায় জানাল তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারকে

শোক মিছিলে সামিল ফিরহাদ হাকিম, গৌতম দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের মৃতদেহ নিয়ে শোক মিছিলে সামিল হলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। স্বর্গরথে বাবলা সরকারের মৃতদেহ মালদায় রাস্তার বের হতেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল ইংরেজবাজার শহর। কার্যত এদিন শহর এক প্রকার বনধের চেহারা নেয়। এদিন মৃতদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মালদার সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। মেডিক্যাল কলেজের থেকে প্রথমে মৃতদেহ পৌঁছয় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি এলাকায়। সেখানে মৃত তৃণমূল নেতার বাড়ি এবং দলীয় কার্যালয়ের সামনেই শোকজ্ঞাপন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ সামি (২০), আব্দুল গনি (২০)। এদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার আজমনগর এলাকায়। অপর ধৃতের নাম টিংকু ঘোষ (২২)। তার বাড়ি ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবগাছি এলাকায়। শুক্রবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করা হলে তাদের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তিনজনই দাগি অপরাধী।

এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, বাবলা সরকারকে খুন করার জন্য সুপারি কিলারদের দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কারা এই টাকা দিল, কি ষড়যন্ত্র ছিল তা পুলিশকে তদন্ত করে বের করতে হবে। এদিকে এদিন সুকান্তপল্লি এলাকা থেকে বাবলা সরকারের মরদেহ নিয়ে মিছিল করে ইংরেজবাজার শহরের স্টেশন রোড এলাকার তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় আনা হয়। সেখানেও সাংসদ মৌসম নূর সহ দলের জেলার নেতৃত্বরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর বাবলা সরকারের শোক মিছিল সোজা চলে আসে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে। সেখানেও ক্রীড়া প্রেমীরা বাবলা সরকারকে শ্রদ্ধা জানান। তারপর সেই শোক মিছিল মরদেহ নিয়ে পৌঁছয় ইংরেজবাজার পুরসভায়। সেখানে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ সংশ্লিষ্ট পুরসভার অফিসার, কর্মীরাও ফুল দিয়ে বাবলা সরকার শ্রদ্ধা জানান। পরে দুপুরে সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে বাবলা সরকারের দেহ সংস্কার করা হয়। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, এভাবে খুন করার বিষয়টি কোনওরকম ভাবেই মানা যায় না। বাবলা সরকারের দেহরক্ষী দুই বছর আগে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেটা আমরা জানতাম না। তবে রাজনীতির আঙিনায় যেসব নেতারা নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন, পুলিশকে সেদিকেও রিভিউ করে দেখা উচিত।

এদিন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, আমি যতবার মালদায় এসেছি বাবলার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেছি। যারাই ওকে খুন করুক না কেন, কেউ রেহাই পাবে না। এদিকে পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। বৃহস্পতিবার বাবলা সরকার যখন নিজের গাড়ি করে কানিমোড় থেকে মহানন্দা পল্লি যান, তখন একটি মোটর বাইকের চারজন যুবক মুখ বাধা অবস্থায় হেলমেট ছাড়া বাবলা সরকারের গাড়ি পিছু নেয়। সেই বাইকের কোনও নম্বর প্লেটও ছিল না। রাস্তায় সিসি ক্যামেরা, সিভিক ভলান্টিয়ার থাকা সত্ত্বেও কেন হেলমেটবিহীন ওই বাইক সমেত ধরা হল না? পুলিশ জানিয়েছে,খুনের ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ভূমি সংস্কার দপ্তরের নাকের ডগায় পুকুর ভরাট আরামবাগে, ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব অফিসের সামনেই জলাশয় ভরাট করে চলছে নির্মাণ কাজ। আর তার পাশেই আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের প্রাচীর। কেউ দেখেও দেখেন না। ১০০ মিটারের মধ্যে আবার আরামবাগ পুরসভার অফিস। অথচ এলাকার কাউন্সিলর বলছেন বারবার বলা হয়েছে তাতেও বন্ধ হয়নি। বিরোধী দল বিজেপি বলছে শাসকদলের মদতেই জলাশয় ভরাট করে নির্মাণ কাজ চলছে। সংবাদ মাধ্যমে প্রতিনিধিরা জলাশয় ভরাটে অভিযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখার্জির বাড়ির সামনে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করে অপেক্ষা করলেও তিনি ক্যামেরার মুখোমুখি হতে চাননি। বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি বলছে প্রভাবশালী হওয়ার কারণেই প্রশাসনিক ভবনের সামনেই দিনের বেলায় নির্মাণ কাজ চলছে অথচ কেউ কিছু ভয়ে মুখ খুলছে না। আরামবাগের ১৪ নং ওয়ার্ডের

মিয়াপাড়া সংলগ্ন এলাকায় জলাশয় বুজিয়ে চলছে নির্মাণ কাজ। যে পুকুর ভরাট করে নির্মাণ কাজ চলছে তার পাশেই বসবাসকারী একজন বাসিন্দা ভয়ে ভয়ে ক্যামেরার সামনে মুখ খুলেছেন। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারছেন না ভয়ে। আরামবাগ পুরসভার পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী বলেন, নিষেধ করা হয়েছে। এবার না শুনলে আইন আইনের পথেই চলবে। অবশেষে বেআইনি ভাবে পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরি করা বন্ধ করে দিল আরামবাগ থানার পুলিশ। সূত্র থেকে জানা যায়, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ হাজির হয় সেখানে। আরামবাগ পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা তথা নির্মীয়মাণ বাড়ির মালিক চন্দ্রশেখর মুখার্জিকে ডেকে তার এই নির্মাণ কার্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় পুলিশ। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, তৃণমূলের আমলে জলাশয় ভরাট করে বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে বালি পাচার সবাই চলছে। অথচ প্রশাসনের চেয়ারে যারা বসে আছে তারা চোখ বুজে আছে। কাটমানি দিলেই সব করা যায় তৃণমূলের আমলে। অপরদিকে আরামবাগ মহকুমার এসডিওএলআরও কিশুক মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ দপ্তরে জমা পড়েনি। তাই জানতে পারিনি। তবে জানার পরেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক অস্থায়ী কর্মীদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের তরফে এই কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। যদিও এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে বলেই জানিয়েছেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার।

জানা গিয়েছে, অস্থায়ী কর্মীরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সাফাইয়ের কাজ, নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য গ্রুপ ডি-র কাজ করে থাকেন। একটি এজেন্সি মাধ্যমে কাজ করে থাকেন অস্থায়ী কর্মীরা। ওই এজেন্সির মাধ্যমেই হয় তাঁদের মাস মাইনে। বালুরঘাট সদর হাসপাতালে এরূপ প্রায় ১১৫-১২০ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে বর্তমান মাস থেকে আর মিলবে না মাইনে। আর এর ফলে এদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরতির ডাক দেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। বেতন সম্পর্কিত এই সমস্যা সমাধান না করা হলে তাদের এই কর্মবিরতি লাগাতার চলবে বলেই জানান তারা।

এ বিষয়ে অস্থায়ী কর্মী খোকন সরকার জানান, আমরা বালুরঘাট হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করি। এজেন্সির মাধ্যমে আমরা মাইনে পেয়ে থাকি। তবে

দীর্ঘদিন ধরেই আমরা ঠিকমতো মাস মাইনে পাচ্ছি না। বর্তমানে এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে আর আমাদের বেতন দিতে পারবে না। আগে অল্প কিছু করে হলেও মাইনে দেওয়া হত। বর্তমান মাসে থেকে আর বেতন দেয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এজেন্সির তরফে। সরকারের কাছ থেকে এজেন্সির মালিক কোনও বিল পাচ্ছেন না। তাই তিনি আমাদের মাস মাইনে দিতে পারছেন না বলেই জানিয়েছেন। আর এরই প্রতিবাদে আমরা কর্ম বিরতিতে সামিল হয়েছি। এবিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, বিষয়টি শুনেছি। চেষ্টা করছি যাতে পরিষেবা ঠিক থাকে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষকদের থেকে ফসল কেনা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পর শুক্রবার থেকেই কৃষকদের থেকে সরাসরি ফসল কেনা শুরু করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। শুক্রবারই জেলার বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, দেগঙ্গা ও দত্তপুকুর কৃষি বাজার থেকে ১১৫০ কেজি সবজি কেনা হয়। এর মধ্যে ছিল কুমড়ো, পেঁয়াজকলি, ক্যাপসিকাম সহ অন্যান্য ফসল। জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদির নির্দেশে এগুলি চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে উত্তর ২৪ পরগনা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি আধিকারিকেরা। এই ফসলই সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে বিক্রি করা হবে বলে জানান, উত্তর ২৪ পরগনা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সচিব কাশিনাথ মোহান্তি। নিত্যদিন সবজির দাম বাড়ছে। সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ

ক্রেতারা। অথচ কৃষকেরা টাকা পাচ্ছেন না। এবার ক্রেতা ও কৃষক উভয়েরই পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষদের থেকে সরাসরি ধান কেনার মতনই এবার কৃষকদের থেকে সরাসরি ফসল কেনার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরপরই পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে ফসল কেনার কাজ শুরু হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। যেসব এলাকায় ফসলের চাষ বেশি হয় সেই সব জায়গা বেছে নিয়ে সেখানকার কৃষকদের থেকেই ফসল কিনে সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে বিক্রি করা শুরু হয়ে গেল। জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি জানান, এদিন থেকে ফসল কেনা শুরু হল। এরপর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই ফসল কেনার কাজ জারি থাকবে।

নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একদিন নিখোঁজ থাকার পর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুরে উদ্ধার গাড়ি চালকের দেহ, এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নতুন ছাই পুকুরের মাটি সরিয়ে উদ্ধার হল এক গাড়ি চালকের দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার লটিয়াবনি গ্রাম সংলগ্ন মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুরে। মৃত গাড়ি চালকের নাম দীপক বাজ। মৃতের বাড়ি গঙ্গাজলঘাটি থানার লটিয়াবনি গ্রামে। ওই যুবককে খুন করে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে অভিযোগ তুলে ঘটনার প্রকৃত তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার লটিয়াবনি গ্রাম লাগোয়া এলাকায় রয়েছে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিশাল ছাই পুকুর। সম্প্রতি সেই ছাই পুকুরের একাংশে কাজ করছিল একটি ঠিকা সংস্থা। সেই ঠিকা সংস্থার শ্রমিক হিসাবে গাড়ি চালাতেন লটিয়াবনি গ্রামেরই বছর একত্রিশের বাসিন্দা দীপক বাজ। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে তাঁকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি পরিবারের লোকজন। টেলিফোনে যোগাযোগ না হওয়ায় তাঁর খোঁজ শুরু হয়।

গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন আত্মীয়র বাড়ি ও কর্মস্থলের আশপাশে সন্ধান চালিয়েও তাঁর খোঁজ না মেলায় গঙ্গাজলঘাটি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন পরিবারের লোকজন। এরপর গঙ্গাজলঘাটি থানার তরফেও শুরু হয় সন্ধান। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা নিখোঁজ যুবকের খোঁজে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাইপুকুরের একাংশে পে লোডার দিয়ে মাটি সরাতেই মৃতদেহটি দেখতে পান। এরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই যুবককে খুন করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল অভিযোগ করে ঘটনার প্রকৃত তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হন এলাকাবাসী। গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

নেতাদের বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা, খুন, ধর্ষণের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: তিন তৃণমূল নেতার বাড়িতে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী হামলা। শুধু হামলা নয়, খুন ও ধর্ষণের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ তৃণমূলের এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর হামলা চালিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল বাধে। তার ফলেই বৃহস্পতিবার রাতেই পরপর তৃণমূলের দু'জন পঞ্চায়েত মেম্বার ও এক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোট তিনজনের বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা চালানো হয়। নির্বিচারে চলে মারধর, ভাঙচুর, লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই, শ্লীলতাহানি এমনকি তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করার হুমকিও দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে স্বরূপনগরের 'বালতি নিত্যানন্দকাটি' পঞ্চায়েতের বালতি গ্রামে। অভিযোগ তৃণমূলের পঞ্চায়েত মেম্বার জেসমিনা মণ্ডল ও মিজানুর রহমান মোল্লা এবং সংখ্যালঘু ছেলের সভাপতি কোভিদ হোসেন মণ্ডলের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে কিছু দুষ্কৃতী হামলা করে। আলমারি ভেঙে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে যায়, এমনকি মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করার হুমকি দেয়। স্বরূপনগরের বিধায়ক বীণা মণ্ডল জানান, বেছে বেছে তৃণমূল নেতা কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। তদন্ত করে ১৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

রাজ্যে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের নিন্দায় সূর্যকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শুক্রবার মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে কৃষক সভার আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন সিপিআইএমের প্রাক্তন মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। সভা শেষে সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন, গোটা বাংলায় দুষ্কৃতী তাণ্ডবের পিছনে বারবার বিহারের যোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, দুষ্কৃতী তাণ্ডব গোটা দেশে হচ্ছে, এটা বেশিদিন টিকবে না, মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, মালদাতে তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুনের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেই মুখ খুলেছেন স্বয়ং পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গে সূর্যকান্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এতদিন পুলিশের উপর নির্ভর করছিলেন, এখন পারছেন না। যে খাটে বসেছিলেন তার একটা পায়া ভেঙে গেলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। এখন নিজেদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসএফকে দায়ী করছেন। এ প্রসঙ্গে সিপিআইএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সূর্যবাবু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন তা তিনি জানেন না। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তিনি খুব একটা শোনেন না। তার সম্বন্ধে খোঁজখবরও রাখেন না। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিআইএমের পলিট ব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র এদিনের সভায় রাজ্য ও দেশের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

এইচইটিসি কলেজ আয়োজিত 'স্কুল কার্নিভাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাক স্বীকৃত হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে সম্প্রতি 'স্কুল কার্নিভাল'-এর আয়োজন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৮০টা স্কুলের প্রায় ৬০০ জন ছাত্রছাত্রী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা তথা অঙ্কন, ক্যুইজ, ক্যারাম, দাবা, নাচ, গান এমনকি ক্রিকেট ট্যুরনামেন্টেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের প্রতিভাবলে পুরস্কার জিতে নেয়। এইচইটিসি কলেজ অডিটোরিয়ামে সেই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কলেজের স্টাফ, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফল্য লাভ করে।

ফুরফুরার দারুসসালামে ঐতিহাসিক মাহফিল সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার সেই ঐতিহ্যবাহী সভা শেষ হয়েছে। ফুরফুরা শরিফের পীর বড় হুজুর প্রতিষিঠত শির্ক বিদায়াত মুক্ত ঐতিহ্যবাহী ঢাকার দারুসসালামের ৬৩তম বার্ষিক মাহফিল শুরু হয়েছিল ৩১ডিসেম্বর মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সভা সমাপ্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মাহফিলের সূচনা করেন ফুরফুরা শরিফের গদ্দিনশীন পীর শায়খুল হাদিস আল্লামা শায়খ মিশকাত সিদ্দিকী।

বিশ্ব ইসলাম মিশন কোরআনী সুন্নী জমিয়তুল মুসলিমিন হিযবুল্লাহর উদ্যোগে এই মাহফিল পরিচালিত হচ্ছে। শেরে ফুরফুরা হযরত পীর আল্লামা জনাব আবুল আনসার সিদ্দিকী ও পীর হযরত আল্লামা আবু ইব্রাহিম মহম্মদ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দিকী দীর্ঘদিন যাবৎ সুনামের সঙ্গে এই মাহফিল পরিচালনা করেছেন। বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ঈসালে সওয়াবে পীর আল্লামা আবুবকর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

সভা পরিচালনা করেছেন পীর দাদা হুজুরের উত্তরসূরী ফুরফুরার গদ্দীনশীন পীর শাইখুল হাদীস আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী। ওয়াজ নসিহত করছেন শাইখুল হাদীস আল্লামা উবায়দুল্লাহ ফারুক, পীরজাদা মাওলানা মোস্তফা মাদানী সিদ্দিকী, পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী, পীরজাদা মাওলানা শাহ্ ফতেহ্ আলি আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মাওলানা সাওবান সিদ্দিকী ও পীরজাদা মাওলানা মিফতাহুল জান্নাহ্ সিদ্দিকী প্রমুখ। দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা বক্তাগণ এদিন গঠনমূলক আলোচনা করেছেন। এদিন অসংখ্য ছাত্রদের সম্মান জানিয়ে পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছেন পীরপুরগণ। সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণের জন্য দোয়া করা হয়।

বোমা বাধার সময় বিস্ফোরণ, জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: বাড়িতে বোমা বাধার সময় ঘটে বিস্ফোরণ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে দু'জন। শুক্রবার বিকেলের ঘটনাটি মুর্শিদাবাদ থানার মুর্শিদাবাদ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লি এলাকার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। উদ্ধার করেছে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। জখম দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হয়েছে। প্রতিবাদীরা বহরমপুর ভগবানগোলা রাজ্য সড়কের উপর নাকুড়তলায় টায়ার জ্বেলে রাস্তা অবরোধ মরে বিক্ষোভ শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে রামকৃষ্ণপল্লি ব্যাপক আওয়াজে কেঁপে ওঠে। ধোঁয়া বের হচ্ছিল ফরিদ শেখের বাড়ি থেকে। ওই বাড়িতেই বিফোরণ ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় ফরিফ শেখ ও অপর একজনকে উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি, ফরিদ শেখের বাড়িতে বোমা বাধার কাজ চলছিল। সেই সময় কোনওভাবে বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনার পর চারজন ওই বাড়ি থেকে পালায় বলে দাবি স্থানীয়দের। পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরে নাকুড়তলায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, পুলিশের উদাসীনতার কারণেই দুষ্কৃতীরা ঘনবসতি এলাকায় বোমা বাধার সাহস পাচ্ছে। মুর্শিদাবাদের এই বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্ট জানান, এই বোমা তৈরি হচ্ছিল মুর্শিদাবাদ পুরসভার রামকৃষ্ণ পল্লির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফরিদ শেখর বাড়িতে। এই ফরিদ শেখ পরিচিত মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং জেলা সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবেই। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু এদিন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এও জানান, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে তৃণমূলের যোগসাজশ রয়েছে জঙ্গিদের সঙ্গে অথবা তাঁরা এই জঙ্গি কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। পাশাপাশি শুভেন্দু এও জানান, মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিমধ্যেই জঙ্গিদের নিশ্চিন্তে বিচরণ করার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

খাদ্য মেলায় প্রথম দিনই অভিযান নিরাপত্তা বিভাগের আধিকারিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দ্বিতীয় বর্ষের বাঁকুড়া 'আহারে বাহারে খাদ্য মেলা'র প্রথম দিনই হানা দিলেন খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার বিকেলেই জেলা খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের আধিকারিকরা বাঁকুড়া স্টেডিয়াম সংলগ্ন মেলার মাঠে গিয়ে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখার পাশাপাশি খাবারের গুণগত মান যাচাই সহ অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করেন। এদিন তাঁরা বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে সতর্কও করেন, প্রয়োজনে স্টল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন তাঁরা।

বাঁকুড়া জেলা খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিক শাঁওলি বৈদ্য বলেন, মেলায় অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর লাইসেন্সজনিত সমস্যা আছে। কোনও ঘটনা ঘটলে চিহ্নিতকরণের সমস্যা হবে। প্রথম দিন সতর্ক করা হয়েছে। প্রত্যেকের

লাইসেন্স বাধ্যতামূলক বলে তিনি জানান।

ওই মেলায় স্টল দিয়েছেন প্রশান্ত সেন। তাঁর দাবি, প্রশাসনিক জটিলতায় লাইসেন্স হয়নি। তিনি বাড়িতেই খাবার তৈরি করেন বলে জানান। মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা ও জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তীর্থঙ্কর কুণ্ডুর দাবি, লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যা যা রয়েছে তা আগামিকালের মধ্যে সমাধান করা হবে। এছাড়াও অন্যান্যরা প্রত্যেকেই গ্লাভস্ ও টুপি ব্যবহার করবেন বলে তিনি জানান।

গীতা জয়ন্তীতে সীতারাম দাসের নাটক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৫ জানুয়ারি রবিবার বালিগঞ্জ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কে গীতা জয়ন্তী উৎসবে ঠাকুর সীতারাম দাস রচিত নাটক দাস্য মধুর নাটক মঞ্চস্থ হবে। পরিচালনায় ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘ। নির্দশনায় সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: খাল থেকে ফুটবল বল তুলতে গিয়ে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু বছর ২০ এর যুবক ঋষভ কুন্ডুর। ২০ ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর মৃতদেহ উদ্ধার করল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ। মধ্যমগ্রাম থানার দিয়ারা এলাকার যুবক ঋষভ স্থানীয় পল্লিমঙ্গল মাঠে প্রতিদিনের মতো খেলতে গিয়েছিল। খেলতে খেলতে মাঠ সংলগ্ন খালে বল পড়ে যায় সেই বল তুলতে গিয়েই বিপত্তি। সাঁতার জানলেও ভালো সাঁতার জানত না ঋষভ। পাড়ারই এক ছোট শিশুর বল নিয়ে মাঠে খেলতে এসেছিল। বল তুলে এনে তার হাতে দেওয়ার দায়িত্বটাও ছিল ঋষভ ও তার বন্ধুদের। কিন্তু ঋষভ বল আনতে গিয়ে সেখানেই জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জলে নেমে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর খোঁজ মেলেনি। ফের শুক্রবার সকালেই বোট নামিয়ে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীরা খোঁজ শুরু করে। সকাল সাড়ে এগারোটা ঋষভের নিথর দেহ উদ্ধার করে হয়। পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ব্যতিক্রমী পাঠশালা, বিনামূল্যে সেনায় যোগের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'উচ্চতা' স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখেও সেনাবাহিনীতে 'স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে যোগ দিয়েও 'আইনের গ্যারো'য় দেশ সেবার কাতর আবেদনেও কাজ হয়নি। কিন্তু নিরাশ হননি বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের যুবক হারাধন কর্মকার। নিজের স্বপ্ন অন্যদের মাধ্যমে পূরণে ব্রতী হয়েছেন বেলিয়াতোড় যামিনী রায় কলেজের অশিক্ষক এই কর্মী। 'তোমরা স্বপ্ন দেখবে, পূরণ করব আমরা' স্লোগানকে সামনে রেখে তৈরি করেছেন 'যামিনী রায় কলেজ পাঠশালা'। এই ব্যতিক্রমী পাঠশালায় সেনাবাহিনীতে যোগদানে

ইচ্ছুক তরুণ তরুণীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর এই প্রশিক্ষণের সাফল্যও ঘরে উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সেনাবাহিনীর 'অগ্নিবীর' প্রথম ব্যাচে ৪ জন, দ্বিতীয় ব্যাচে ৮ জন, জেলার প্রথম মহিলা অগ্নিবীর ও ইন্ডিয়ান নেভিতেও জেলার প্রথম মহিলা এখান থেকেই যোগ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে প্রতিদিন 'যামিনী রায় কলেজ পাঠশালা'র শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যান মাঠে। প্রশিক্ষক হারাধন কর্মকারের তত্ত্বাবধানে চলে তাঁদের প্রশিক্ষণ। 'গুরু' হিসেবে 'হারাধনদা'কে পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরাও। জীবন দাস, অরিজিৎ মালদের কথায়, 'প্রথম থেকেই দাদা আমাদের উৎসাহ দিয়ে আসছে। আগামী ৬ জানুয়ারি আমাদের অগ্নিবীর প্রকল্পে 'গ্রাউন্ড' রয়েছে। সে কারণেই আমরা এখানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিচ্ছি।' যাবতীয় সরঞ্জাম থেকে প্রশিক্ষণের জন্য তাঁদের কোনও অর্থ ব্যয় হয় না বলেই তাঁরা জানান।

প্রশিক্ষক হারাধন কর্মকার বলেন, 'শুধুমাত্র আমার উচ্চতার কারণে সেনাবাহিনীতে যোগদানের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার অনুমতি চেয়েছিলাম। চিঠির উত্তর পেলেও দেশের আইনি কারণে সে সুযোগ হয়নি। তাই নিজে নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম অন্তত ১০০ জনকে সেনাবাহিনীতে যোগদানের উপযুক্ত করে তৈরি করব। সে স্বপ্ন পূরণের পথে এগোচ্ছি।' বেশ কয়েকজন এখান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত বলে তিনি জানান।

খোয়াজাকে আউট করে কনস্টাসের দিকে সটান তেড়ে গেলেন বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্ডার-গাওস্কর সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে ভারত। সিরিজরে শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে আবার ব্যাটিং ব্যর্থতা। জসপ্রীত বুমরাহের দলকে দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই। সিডনিতে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার চেষ্টা করছেন ভারতীয়েরা। প্রথম দিনের শেষ বলে বুমরাহের নেতৃত্বে দেখা গেল ভারতীয় দলের অচেনা চেহারা। অস্ট্রেলিয়ার স্যাম কনস্টাসকে এক রকম সমঝে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। সিডনিতে উত্তাপ যে ক্রমশ চড়ছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল দিনের শেষ বলে।

অধিনায়ক থাকার সময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অস্ট্রেলীয়দের তাঁদের ভাষায় জবাব দেওয়া শুরু করেছিলেন। বুমরাহ সেই রাস্তাই বেছে নিয়েছেন। পারফর্ম করার পাশাপাশি মুখেও পাল্টা দিতে শুরু করেছেন। সে ভাবেই অস্ট্রেলিয়ার ১৯ বছরের ওপেনিং ব্যাটার কনস্টাসকে মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়তে বাধ্য করলেন দিনের শেষে।

ঘটনার সূত্রপাত দিনের শেষ বলের আগে। বুমরাহ বল করার জন্য দৌড় শুরু করে দেখেন, প্রস্তুত নন ব্যাটার উসমান খোয়াজা। আম্পায়ার হাত দেখিয়ে বুমরাহকে অপেক্ষা করতে বলেন। বিরক্ত বুমরাহকে কিছু বলতে দেখা যায়। খোয়াজা চুপ থাকলেও কনস্টাস কিছু বলতে শুরু করেন বুমরাহকে। ভারতীয় দলের অধিনায়ককে কিছুটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তখন। কনস্টাসের আচরণে বিস্মিত দেখায় বিরাট কোহলিকেও। সে সময় এক ধারাভাষ্যকারকে কনস্টাস সম্পর্কে বলতে শোনা যায়, 'এই বাচ্চা ভয়হীন।'

সিডনির মাঠে কনস্টাসের অপ্রয়োজনীয় মাতব্বরি বুমরাহ শেষ করে দিলেন শেষ বলেই। কনস্টাস তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেও মাথা ঠান্ডা রেখে বল করেন তিনি। ফলও পান হাতেনাতে। বুমরাহের বল খেয়াজার ব্যাটের কোনা ছুঁয়ে জমা পড়ে দ্বিতীয় স্লিপে লোকেশ রাহুলের হাতে। উইকেট নিয়েই ২২ গজের নন স্ট্রাইকিং প্রান্তে থাকা কনস্টাসের দিকে আগ্রাসী ভাবে ছুটে যান বুমরাহ। এগিয়ে গিয়েও নিজেকে দ্রুত সংযত করে নেন তিনি। কনস্টাসের দিকে আগ্রাসী মেজাজে এগিয়ে আসতে দেখা যায় কোহলিকেও। যোগ দেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণও। খোয়াজা তত ক্ষণে সাজঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মেজাজ দেখে আর কিছু বলার চেষ্টা করেননি কনস্টাস। যদিও দ্রুত দৌড়ে এসে পরিস্থিতি সামলান রাহুল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। পরিস্থিতি বুঝে মাথা নিচু করে সাজঘরের দিকে এগিয়ে যান কনস্টাস।

মেলবোর্নে অভিষেক টেস্ট থেকেই কনস্টাস মাত্রাতিরিক্ত কথা বলছেন মাঠে। ভারতীয়দের নানা ভাবে বিরক্ত করার চেষ্টা করছেন। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গেও বিবাদে জড়িয়ে ছিলেন চতুর্থ টেস্টে। সিডনিতেও একই রকম আচরণ করছেন তিনি। প্রতিপক্ষ দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার মানসিকতা দেখা যাচ্ছে না তাঁর মধ্যে। বুমরাহের সঙ্গে মেলবোর্ন থেকেই পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া শুরু করেছিলেন কনস্টাস। প্রথম টেস্ট খেলতে নামা তরুণ ক্রিকেটারের আচরণ দেখেও নিজেকে সামলে রেখেছিলেন বুমরাহ। কিন্তু সিডনিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়া বুমরাহকে দেখা গেল কিছুটা অচেনা মেজাজে। সৌরভের মতোই অস্ট্রেলীয়দের তাঁদের ভাষাতে জবাব দিতে চাইছেন, যা বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির শেষ টেস্টে বাড়তি উত্তেজনা যোগ করছে।

রোহিত-গম্ভীর ফাটল আরও চওড়া, কথা নেই দু'জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিডনিতে টসের পর জসপ্রীত বুমরাহ বলেছেন, দলে একতার অভাব নেই। কিন্তু সিডনিতে ভারতীয় দলের ছবি অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। সাজঘরে অশান্তির ছবি দেখা গিয়েছিল মেলবোর্নে। কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে বাদানুবাদে জড়াতে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে।

গম্ভীরের বার্তা খুব স্পষ্ট। দলে থাকতে হলে পারফর্ম করতে হবে। রোহিত ম্যাচের পর ম্যাচ ব্যর্থ হচ্ছেন। অধিনায়ক হলেও ছাড় নেই তাঁর। গম্ভীর তাঁকে বিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন সিডনি টেস্টে। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির শেষ টেস্ট রোহিত খেলবেন না, এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের অনুশীলনে। অন্য দিনের মতো সক্রিয় দেখায়নি রোহিতকে। টেস্টের পিচ দেখতেও গম্ভীর গিয়েছিলেন সহ-অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে। তাঁদের কিছুটা পরে পিচ দেখতে যান রোহিতও। ফেরার সময় রোহিতের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়নি গম্ভীরকে। কেউ কারও দিকে তাকানওনি। আবার খেলা শুরুর আগের দিন সাধারণ সাংবাদিক বৈঠকে আসেন অধিনায়ক। বৃহস্পতিবার এসেছিলেন গম্ভীর। তাতে রোহিতের না খেলা নিয়ে জল্পনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শুক্রবার বুমরাহ বলেছেন, তআমাদের দলের একতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন নিজেই দলের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এটাই প্রমাণ করে আমাদের দলে কতটা একতা রয়েছে। আমাদের দলের কেউ নিজের জন্য খেলে না। দলের জন্য যেটা ভাল, সেই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়।দ বুমরাহ অধিনায়ক হিসাবে দলের ভিতর শান্তির কথা বললেও আদতে পরিস্থিতি ভিন্ন। সিডনিতে থাকা ভারতীয় শিবির এক রকম দু'ভাগে বিভক্ত। পরিস্থিতিও অগ্নিগর্ভ। সিডনির ফলাফল আরও উত্তপ্ত করতে পারে পরিস্থিতি।

রোহিতের সঙ্গে গম্ভীরের সম্পর্কের ফাটল এতটাই গভীর হয়েছে যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকেও (বিসিসিআই) হস্তক্ষেপ করতে হয় সিডনি টেস্টের আগে। বোর্ডের এক প্রভাবশালী কর্তা ফোন করেছিলেন গম্ভীরকে। তাঁকে বলা হয়, সিডনিকে রোহিতকে খেলাতে। যাতে তিনি সম্মানজনক ভাবে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে পারেন। গম্ভীর মানেননি। তিনি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার সম্ভাবনার যুক্তি দিয়ে খারিজ করেন অনুরোধ। বৃহস্পতিবার ফিল্ডিং অনুশীলনের সময়ও উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থের পাশে প্রথম স্লিপে লোকেশ রাহুল দ্বিতীয় স্লিপে বিরাট কোহলি, তৃতীয় স্লিপে নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং গালিতে যশস্বী জয়সওয়ালকে দাঁড়াতে দেখা যায়। অথচ টেস্টে রোহিত নিয়মিত স্লিপেই ফিল্ডিং করেন।

ভারতীয় দল সূত্রে খবর, গম্ভীর এবং রোহিতের মধ্যে কথা নেই। তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছেন বুমরাহ এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। বৃহস্পতিবার অনুশীলনের সময়ও পরস্পরের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। রোহিত অন্য সকলের সঙ্গে কথা বললেও গম্ভীরের কাছাকাছিও জাননি। দলের মূল অনুশীলনের জায়গা থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন রোহিত। দলের সকলের সঙ্গে একই জায়গা দিয়ে স্টেডিয়ামের বাইরে বেরোননি। সকলের কিছুটা পর অন্য একটি দরজা দিয়ে বাইরে আসতে দেখা যায় তাঁকে। ভারতীয় শিবিরের অশান্তির ছবি বৃহস্পতিবারই দেখা গিয়েছে। যে শান্তির ছবি দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো ঝড়ের পূর্বাভাস। সিডনি টেস্টেও ভারত হারলে রোহিত-গম্ভীর দ্বন্দ্ব ঝড়ে পরিণত হতে পারে।

হায়দরাবাদকে হারিয়েই মোহনবাগানে ডার্বির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যতই দলে চোট-আঘাতের সমস্যা থাকুক, হায়দরাবাদের কাছে যে মোহনবাগান হারতে পারে এটা অতি বড় সমালোচকও আশা করেননি। সেটা হয়ওনি। তিন গোলে অনায়াসে জিতেছে সবুজ-মেরুন। তার পরেই কলকাতা ডার্বির গ্রহে ঢুকে পড়ল মোহনবাগান শিবির। হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে জয়ের আত্মবিশ্বাস যে আসন্ন কলকাতা ডার্বিতেও তাদের শক্তি জোগাবে, এই ব্যাপারে একমত মোহনবাগানের কোচ হোসে মোলিনা ও লিস্টন কোলাসো।

আগামী ১১ জানুয়ারি আইএসএলের ফিরতি বড় ম্যাচের আগে বৃহস্পতিবারের জয় মোহনবাগানকে বাড়তি অক্সিজেন জোগালেও ইস্টবেঙ্গল যে ভাবে ক্রমশ ছন্দে ফিরছে, তাতে ডার্বিতে তাদের লড়াই কঠিন হবে বলে মনে করেন লিস্টন। ম্যাচের পর বলেছেন, সব জয়ই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে ডার্বি অন্য ধরনের ম্যাচ। ফুটবলার, সমর্থক সবার কাছেই অন্য রকমের। ইস্টবেঙ্গল যে ভাবে খেলছে তাতে আমাদের কাছে ম্যাচটা বেশ কঠিন হবে। কিন্তু আজকের মতো কোচের নির্দেশ মেনে খেলতে পারলে ওই ম্যাচেও পয়েন্ট পেতে পারি। ডার্বিতে সাফল্য-ব্যর্থতা আমাদের উপরই নির্ভর করছে।

মোলিনার মাথাতেও ঢুকে পড়েছে ডার্বির ভাবনা। তিনি বললেন, এর পর বড় ম্যাচ। তার আগে বেশ কয়েক দিন ছুটি। সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। সব বিভাগেই উন্নতি করতে হবে। আমরা ভাল দল ঠিকই। তবে নিখুঁত নই। সব জায়গাতেই এখনও উন্নতির অবকাশ আছে। সেরা দল হতে গেলে সব দিক দিয়েই উন্নতি করে যেতে হবে।

মোলিনার সংযোজন, আশা করি এই ৯-১০ দিনের বিরতিতে আমাদের চোট পাওয়া খেলোয়াড়রা সেরে উঠবে। তবে ইস্টবেঙ্গলেরও অনেকের চোট আছে। আমাদের সব ফুটবলারকেই সুস্থ করে তুলতে হবে। আশা করি ডার্বিতে সবাইকেই দলে পাব। ডার্বি জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই আমরা।

বৃহস্পতিবারের জয় নিয়ে মোলিনা বলেছেন, অনেক সুযোগ পেয়েছি। হায়দরাবাদও পেয়েছে। তবে আমাদের ছেলেরা বেশি ভাল খেলেছে। আরও গোল করতে পারতাম। তবে তিন গোলে জেতাও খারাপ নয়।

এ দিন হায়দরাবাদের গোলে মোহনবাগানের নেওয়া আটটি শটের মধ্যে পাঁচটিই ছিল লিস্টন কোলাসোর। তবে হায়দরাবাদের গোলকিপার আরশদীপ সিংহ ছ'টি প্রায় নিশ্চিত গোল বাঁচান। নিজে গোল করতে না পারলেও টম অলড্রেডের গোলে সাহায্য করতে পেরে খুশি লিস্টন। বলেছেন, গোল করতে পারিনি তো কী হয়েছে। একটা গোলে অ্যাসিস্ট করেছি। দলকে তিন পয়েন্ট এনে দিতে পেরেই আমি খুশি। গোলের সুযোগ হাতছাড়া হলে তো হতাশা আসেই।

৫০ ওভারেও নতুন অধিনায়ক চায় বোর্ড!

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়া সফরেই সম্ভবত তাঁর টেস্টজীবনও শেষ হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে এক দিনের ক্রিকেটের জন্যও নতুন অধিনায়কের খোঁজ শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। মনে করা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করে দিতে পারেন রোহিত। তেমন হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে খেলতে হবে ভারতীয় দলকে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। টেস্ট দলের নেতৃত্ব জসপ্রীত বুমরাহের হাতেই সম্ভবত থাকবে আপাতত। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছেন সহ-অধিনায়ক হিসাবে। এক দিনের ক্রিকেটের জন্য অন্য কাউকে অধিনায়ক করা হতে পারে। বিসিসিআই কর্তাদের প্রাথমিক তালিকায় রয়েছে তিনটি নাম। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমারের সঙ্গে ভাবনায় আছেন শুভমন গিল এবং হার্দিক পাণ্ড্য। সূর্যকুমারের বয়স এখন ৩৪। হার্দিকের ৩১। ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে হার্দিকের। শুভমন শুধু এক বছর আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বয়স কম হলেও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে রয়েছেন তিনি। বয়স এবং অভিজ্ঞতা মিলিয়ে তাই হার্দিকই এগিয়ে রয়েছেন এক দিনের দলের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে।

Madhusudanpur Gram Panchayat

Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, InvitesbidsFor 1 no BP Road & 4 nos Solar light, 4 nos Leach pit, 1 no Toto stand and 1 no tubewell repare scheme Vide Nit no **NIT 322/XVFC-UNTIED/NIT/MGP/2024, NIT 323-326/5TH SFC-TIED/NIT/MGP/2024, 327-330/SBM/NIT/MGP/2024, 331/5TH SFC-TIED/NIT/MGP/2024 & 332/XVFC-TIED/NIT/MGP/2024. All Nit Dated31.12.2024**. Scheme wise separate bid is invited. The Estimated Cost. including Gst & L. Cessare **Rs.449745/-, Rs.255150/-, Rs.227095/- , 199041/,-170986/- & 447710/- 309946/-, 585424/-, 68890/-, 300275/- & 150511/-** respectively. The last date of submission of Bid is **20/ 01/2025upto3pm.** For details please visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

চিন্ময় প্রভুর সুবিচারের দাবিতে ঢাকাকে দিল্লির কড়া বার্তা

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: বাংলাদেশে প্রায় দেড় মাস ধরে জেলবন্দি ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম আদালতে ফের খারিজ হয়ে যায় তাঁর জামিনের আবেদন। অনেকেই বলছেন, বিচারের নামে কার্যত আইনি প্রহসন করছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। চিন্ময় প্রভুর সুবিচারের দাবিতে ফের সুর চড়াল ভারতও। ঢাকাকে কড়া বার্তা দিয়ে দিল্লি বলল, 'সুবিচার করুন।'

বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ সাইফুল ইসলাম চিন্ময়ের জামিন নামঞ্জুর করে দেন। এদিন সকাল সোয়া ১০টার দিকে হওয়া শুনানিতে বন্দি সন্ন্যাসীর পক্ষে সওয়াল করেন সুপ্রিম কোর্টের ১১ আইনজীবীর একটি দল। তবে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে চিন্ময়কে আদালতে হাজির করা হয়নি। আদালতে আইনজীবীর উপস্থিতিতে ভারচুয়াল হাজিরায় জামিন শুনানি হয়। শুক্রবার এনিয়ে সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, 'ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। আমরা তাঁর দ্রুত সুবিচারের দাবি জানাচ্ছি।'

বলে রাখা ভালো, সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করেছে ইউনুস সরকার। দোষী সাব্যস্ত হলে সাজা যাবজ্জীবন জেল। তবে হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে মৌলবাদীদের হাতে নিপীড়িত হিন্দুদের হয়ে আওয়াজ তোলার জন্যই তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে, একথা স্পষ্ট। গতকাল চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নাজিমউদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, জামিন শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ আপত্তি জানিয়ে বলেছে, এটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা, এর সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করেছে। কেউ ক্ষুব্ধ হলে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

গত ২৫ নভেম্বর বিকালে ইসকনের সন্ন্যাসীকে ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। ২৬ তারিখ চট্টগ্রামের আদালতে তোলা হয় তাঁকে। আনা হয় রাষ্ট্রদোহ মামলা। শুনানি শেষে জামিন খারিজ হয়ে যায় চিন্ময় প্রভুর। এরপর হামলার মুখে পড়ে আইসিইউ-তে ভর্তি হতে হয় তাঁর আর এক আইনজীবীকে। এই গ্রেপ্তারি নিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন হিন্দুরা। কড়া বার্তা দেয় ভারতও। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেলেও গারদের পিছনেই রয়েছেন চিন্ময় প্রভু। গত ৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে তাঁর শুনানি ছিল। কিন্তু 'প্রাণভয়ে' ৫১ জন আইনজীবী দলের কেউই চিন্ময়ের হয়ে আদালতে সওয়াল করতে আসেননি। ফলে পিছিয়ে যায় জামিন মামলার শুনানি। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয় ২ জানুয়ারি।

এর মাঝেই হিন্দু সন্ন্যাসীকে জেলবন্দি করে রাখতে নানা ফন্দি আঁটে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার! কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট সংবাদমাধ্যমে দাবি করে, চিন্ময় প্রভুর মুক্তি আটকাতে ৭০ জন হিন্দু সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। যাতে কেউ তাঁর হয়ে আদালতে দাঁড়াতে না পারেন। এবার ফের একবার জামিন খারিজ হয়ে যাওয়ায় সুবিচার চাইল ভারতও।

ছ'বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে গলা টিপে খুন

লখনউ, ৩ জানুয়ারি: লজেন্সের লোভ দেখিয়ে ঘরে ডেকে ছ'বছরের কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৪০ বছরের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, শিশুটি চিৎকার করে উঠলে তাকে গলা টিপে খুন করেন অভিযুক্ত। উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরের ঘটনা। ঘটনার পর থেকে ফেরার ছিলেন অভিযুক্ত। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পালাতে গেলে গুলি চালায় তারা। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে এখন হাসপাতালে অভিযুক্ত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে মনসুরপুর থানার অধীন গ্রামে এই ঘটনা হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরে তদন্তে নামে পুলিশ। আধিকারিক রামাশিস যাদব জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে।

ঘটনার পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্ত। তাঁকে ধরতে গেলে তিনি গুলি ছোড়েন বলে অভিযোগ। পুলিশের পাল্টা গুলিতে আহত হন অভিযুক্ত। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নির্যাতিতার পরিবার আদতে অসমের বাসিন্দা। থানায় অভিযোগ করে তারা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে লজেন্সের লোভ দেখিয়ে শিশুটিকে ঘরে ডেকে নিয়ে যান অভিযুক্ত। তাকে ধর্ষণ করার পরে গলা টিপে খুন করেন।

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR /MAK-II/NIT/30/2024-25, dated 02.01.2025, ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/31/2024-25, dated 02.01.2025 and iii) HOW/DOMJUR /MAK-II/NIT/32/2024-25, dated 02.01.2025, Fund: SBM(G) & 15TH FC.** Bid submission start date: **03.01.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **11.01.2025 upto 09.00 AM**, Date of opening: **13.01.2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 227 & 228/ 2024-2025 Dated- 03-01-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **04-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **21-01-2025 upto 3.00 pm**

Date: 03.01.2025 **Sd/- Executive Engiueer**

আচমকা অসুস্থ সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসাদ, খুনের জল্পনা!

মস্কো, ৩ জানুয়ারি: সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে বিষ দিয়ে হত্যার চেষ্টা রাশিয়ায়! গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাতে ক্ষমতা হারিয়ে এখন বন্ধু ভ্লাদিমির পুতিনের দেশে আশ্রয় নিয়েছেন আসাদ। এক প্রাক্তন রুশ গুপ্তচরের দাবি, মস্কোতেই নিজের অ্যাপার্টমেন্টে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। ভয়ংকর কাশিতে প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তাঁর। ভাগ্যের জোরে প্রাণরক্ষা হয়েছে আসাদের। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই জল্পনা শুরু হয়েছে। তাহলে কি রাশিয়ায় কোনও গুপ্তঘাতক রয়েছে? ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে কি তুরস্ক?

সিরিয়া থেকে পালিয়ে আসার পর আসাদকে কূটনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে মস্কো। কিন্তু তাঁর চলাফেরায় বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার নিজের অ্যাপার্টমেন্টেই হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন আসাদ। এই ঘটনায় ওই প্রাক্তন রুশ গুপ্তচর 'জেনারেল এসভিআর' নামে এক এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেন, 'রবিবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ। তাঁর ভয়ংকর কাশি শুরু হয়। তারপর কার্যত দম বন্ধ হয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে এক চিকিৎসককে ডাকা হয়। তাই কোনও বিপদ ঘটেনি। চিকিৎসার পর এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু আসাদকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসার সময় নানা পরীক্ষা করা হয়। তাতে তাঁর শরীরে বিষের উপস্থিতি মেলে।' এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে রাশিয়া বা সিরিয়ার তরফে সরকারি কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। আল কায়দার শাখা সংগঠন হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা আসাদ বাহিনীকে হঠিয়ে আলেপ্পো, হোমস, দারার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নেয়। এরপর ৮ ডিসেম্বর রাজধানী দামাস্কাসে পৌঁছয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী। পালটা মার দিলেও সেখানে আসাদের সেনা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে রাশিয়ায় পালিয়ে যান আসাদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আসমা আল আসাদ ও তিন সন্তান হাফেজ, জেইন, করিম। তারপর থেকে রাশিয়ার আশ্রয়েই রয়েছেন তাঁরা।

বিশ্লেষকদের মতে, এই মুহূর্তে বন্ধু পুতিনের দেশেও নিরাপদ নন আসাদ। প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে তাঁর। এই ঘটনায় হাত থাকতে পারে তাহরির আল-শামের। কারণ তারা মনে করছে, রাশিয়ার সাহায্যে ফের সিরিয়ায় ফিরে আসাদ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারেন। অন্যদিকে, এই গোটা ঘটনায় হাত থাকতে পারে তুরস্কের। আসাদহীন সিরিয়ায় আধিপত্য কায়েম করতে মরিয়া তারা। গৃহযুদ্ধে এইচটিএসকে হাত করেছিল আঙ্কারা। ফলে আসাদের যদি মৃত্যু হয় সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে তুরস্ক।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.T. No. : UKM/PWD/028(e)/2024-25 dt 31.12.2024

1. Renovation of Electrification works for Bhorer Alo Guest House under Uttarpara-Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date – 20/01/2025. For Details : wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
U.K. Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/০১, তারিখ ঃ ০৩.০১.২০২৫, "ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্রম নং., টেন্ডার নং, খোলার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ এবং প্রদেয় বায়না অর্থ** নিম্নরূপ ঃ **১. ৪৫২৪৩১৮১এ**, ২১.০২.২০২৫, মাইল্ড স্টিল এনক্লোজার সমেত ব্যাটারি চার্জিং ইউনিট ২০০ অ্যাম্পিয়ার, ১৩০ ভোল্ট ডিসি ইত্যাদি। ৩১টি, ₹ ১,২৫,৮৪০। **২. ৪৭২৪৩১১৩এ**, ২৭.০৩.২০২৫, এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিটের মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার। ৫০টি, ₹ ১,১৭,৪১০। **৩. আইজি২৪৬৮৩৪**, ২০.০১.২০২৫, রোটারি স্ক্রু বিদ্যুৎ চালিত মাইক্রোপ্রসেসর। ০৩টি, ₹ ১,৭৫,৭৮০। **৪. ৩৮২৪৩৩৪৯**, ১৬.০১.২০২৫, সিএএসএনইউবি ২২ বগি ইত্যাদির বোলস্টার লাইনার। ১০৪৫২০টি, ₹ ২,৩৪,৩১০। **৫. ৭৫২৪৫০০১**, ২১.০১.২০২৫, হাই রেজলুশন প্রিন্টেড ভিনাইল র‍্যাপিং স্টিকার ইত্যাদির সরবরাহ এবং ফিট করার কাজ। ৭৩৮০০ বর্গ ফুট, ₹ ১,৭৮,১৭০। **৬. এডি২৪৫৬৩৪**, ২৪.০১.২০২৫, এফডিএস সিস্টেম ইত্যাদির কনভার্সন কিট (ওয়েবসাইট অনুযায়ী), ৩৫০ সেট। এফডিএস সিস্টেম ইত্যাদির কনভার্সন কিট (ওয়েবসাইট অনুযায়ী), ৪০০ সেট। ₹ ১,১১,৫১০। **৭. ৪০২৪১৬৩৩**, ১৯.০২.২০২৫, ওয়েল্ডিং কেবল, সিঙ্গল কোর, রাবার অন্তরিত, ৯৫ বর্গ মিমি স্ট্র্যান্ডেড অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী ইত্যাদি। ৫৪,৯০০ মিটার, ₹ ১,৩৪,৭৫০। **৮. এইচবি২৪৭২৫৪**, ২২.০১.২০২৫, দফাসমূহ সমেত আপৎকালীন চিকিৎসার বাক্স বা ইমার্জেন্সি মেডিকেল বক্স সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ৬৬টি, ₹ ৩,৪৮,০২০। **৯. ৩০২৪৩৪৯৬বি**, ২২.০১.২০২৫, অ্যাক্সেল বক্সের রিয়ার কভার। ৩৬৮৩টি, ₹ ১,০০,৬৫০। **১০. ৩১২৪৫০০৫**, ২২.০১.২০২৫, হাই এইচপি ট্র্যাকশন মোটর ফুজি ডিজাইন। ০৪টি, ₹ ২,৪১,১৯০। **১১. ৩৩২৪৩০৬০এ**, ২৭.০১.২০২৫, ফ্লেক্স বল কেবল সম্পূর্ণ সেট (এন্ড কানেকশন সহ)। ৮২ সেট, ₹ ৩,৮৯,৯৪০। **১২. ৩৩২৪১৪৯৩এ**, ২৯.০১.২০২৫, যাত্রীবাহী কোচসমূহের জন্য ফ্রন্টিয়ার নির্মিত এএআর"এইচ" ধরনের টাইট লক সিবিসি-র নাকেল। ১০৩টি, ₹ ১,১৬,১৬০। **১৩. ৩১২৪৫০০৪**, ১৪.০২.২০২৫, এরোসল ভিত্তিক ফায়ার ডিটেকশন সরবরাহ ও স্থাপন। ১৩৩ সেট, ₹ ১,৩৫,৬৬০। **১৪. ৩৩২৪৩১২৪ডি**, ০৫.০৩.২০২৫, ফুট স্টেপ কমপ্লিট। ১৮০০টি, ₹ ১,৭৯,৬১০। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে জানতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-978) প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/গার্ডেনরীচ

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ৪ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

বৈষম্যকে জয় করার লক্ষ্যে ওমেন ইন ব্লু

শুভাশিস বিশ্বাস

দীর্ঘকাল বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করছেন ভারতীয় পুরুষেরা। ফলে 'ক্রিকেট' এই শব্দবন্ধ শুনলেই আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে ওঠে শচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট কোহলি বা জসপ্রীত বুমরাহ-র ছবি। কখনও-ই মাথায় আসে না হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানা বা ঝুলন গোস্বামীর কথা। একবারের জন্যও মাথায় আসে না শান্তা রাঙ্গাস্বামী, ডায়না এডুলজি, ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজ এবং আনজুম চোপড়ার মতো ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তিদের। অথচ এঁদের হাত ধরেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট পৌঁছেছে বিশ্ব মঞ্চে। এই বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছানোর কাজটাও মোটেই সহজ ছিল না ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য। এর পিছনে ছিল তাঁদের দীর্ঘ আর কঠোর পরিশ্রম। অথচ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে সবসময়েই লড়াই করতে হয়েছে সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে। পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেটে মাঠের সাইজ প্রায় এক, খেলার নিয়ম এক, একই নীল জার্সি, একই ব্যাজ। এমনকী বর্তমানে মেয়েদের ক্রিকেটেও ১২০-র থেকে বেশি গতিতে বল ছুটছে, যা কিছু বছর আগেও ছিল কল্পনাতীত। এতো কিছুর পরেও না পেয়েছে সেভাবে কোনও মিডিয়া কভারেজ, না পর্যাপ্ত স্পনসরশিপ। ফলে সাফল্য এলেও কোথাও এক ঔদাসীন্যের জেরে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের মধ্যে দেখা যায় এক ধারাবাহিকতার অভাব।

ভারতীয় ক্রিকেটে নারী ও পরুষের এই বৈষম্যের আরও জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। ব্রিসবেন-এ ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পর আহমেদাবাদে বাজি পুড়েছিল, দেশের আনাচে কানাচে ক্রিকেটমোদীদের ঢল নামে রাস্তায়। এরপর থেকে ঋষভ পন্থের উইনিং স্ট্রোক, পূজারার শরীরে কালসিটে, শুভমান গিলের লেট স্কোয়্যার কাট মুখে মুখে ফিরেছে পাড়ার আড্ডায়। ক্রিকেট নিয়ে এই যে আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত স্রোত বয়ে যায় দেশে। সম্ভবত ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর এত বড় উদ্ যাপন আর দেখিনি আমরা। অ্যাডিলেডে ওই ৩৬ অল আউট থেকে অজিদুর্গ গাবায় ভাঙাচোরা দল নিয়ে সিরিজ জয়ের মধ্যে একটা উত্থানের গল্প যেন খুঁজে পেয়েছিল দেশবাসী। দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে কুঁকড়ে থাকার যে অবদমিত অবস্থাকে আমরা মনে মনে জাপটে ধরে থাকি, তার পর কোনও এক মুহূর্তে এক আশ্চর্য সিঁড়ি বেয়ে উঠে ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর যে চেনা গল্পকে আমরা মনে মনে কল্পনা করি, ব্র্যাডম্যানের দেশ যেন সেই মশলাই মজুত রেখেছিল চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজের চিত্রনাট্যে। তবে এর ঠিক পাশাপাশি সেদিন এ প্রশ্নও উঠতে দেখা গিয়েছিল, স্মৃতি মন্ধানা-ঝুলন-হরমনপ্রীতদের অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টেস্টে অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স কি এই গল্পের থেকে বহু দূরে? নাকি এই যে বিরাট উপাখ্যান তার কিছুটা নির্যাস দিয়ে অনায়াসেই তা হয়ে উঠতে পারত এক স্বতন্ত্র গল্প। খুবই অদ্ভুত ভাবে সেখানে একটি দেশের জনমানসে একেবারে গভীরে থাকা কোনও বিন্দুকে একই ছন্দে আন্দোলিত হতে দেখা যায়নি। এটা আমাদের দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের সমস্যা। আর এ ব্যাপারে তাঁরা সচেতন না হলে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের সমস্যার নিরাময় খোঁজা এক অলীক কল্পনা।

এদিকে পুরনো রেকর্ড ঘাঁটলে ১৯৩২ সালে আমরা মহিলা ক্রিকেটের উল্লেখ পেলেও ভারতে মহিলাদের ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয় অনেক দেরিতে। তারও আগে অবশ্য এদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথম সরকারি মহিলা ক্রিকেট ম্যাচের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৪৫ সালের জুলাই মাসের এক খেলায়। জর্জ বেন্ট বাকলে তাঁর 'ফ্রেস অন লাইট অন এইটটিনথ সেঞ্চুরি ক্রিকেট' -এ বলেছেন ম্যাচটি সম্পর্কে বলেছিলেন, এতে অংশ নেন 'ইলেভন মেইডস অফ ব্র্যামলে' অ্যান্ড 'ইলেভন মেইডস অফ হ্যামবেলডন'। যাঁদের সবার পরিধানে ছিল শ্বেত শুভ্র পোশাক। বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট সংস্থা। ভারতীয় মহিলারা প্রথম সরকারি ম্যাচ খেলে ১৯৭৬-এ ওয়েষ্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এরপর ১৯৭৮-এ 'ওমেন ইন ব্লু' খেলে তাদের প্রথম ওডিআই। যদিও তারা প্রাথমিকভাবে সেভাবে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে সেই বছরই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল স্বীকৃতি পায় আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেট কাউন্সিল অর্থাৎ ডব্লিউসিএআই-এর। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট সংস্থা গঠনের বত্রিশ বছর পর, ২০০৫ সালে 'ওমেন ইন ব্লু' দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে। আর এই বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছানোর পরই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল সম্ভ্রম আদায় করে সারা বিশ্বেরও। একইসঙ্গে শুরু হয় তার উন্নয়নও। সব মিলিয়ে শুধুমাত্র পুরুষদের ক্রিকেট নয়, মহিলা ক্রিকেটও পৌঁছেছে আজ জনপ্রিয়তার শিখরে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পাশাপাশি এক ই ভাবে উচ্চারিত হয় স্মৃতি মান্ধানা থেকে রিচা ঘোষের নাম। তবে কোনও ভাবেই ভোলা যাবে না ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণের কথা। যেখানে প্রতি পদে শিকার হতে দেখা গেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার প্রয়াত শ্রীরূপা বসু মুখোপাধ্যায়ের বলা কিছু কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। ওঁনার মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি জানিয়েছিলেন, 'নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের হয়ে তাঁর খেলা টেস্ট ম্যাচের কথা। যেখানে এও উল্লেখ করেন, যেটিকে প্রথমে সরকারি টেস্টের আখ্যা দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আইসিসি এটির টেস্ট তকমা বাতিল করে। বর্তমানে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা না থাকলেও মহিলা ক্রিকেটের প্রতি হয়ে চলা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ প্রয়োজন।' এই ঘটনা সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হয়, একজন খেলোয়াড়ের কাছে এই নিমেষে তাঁর অর্জনের তকমা কেড়ে নেওয়ার অভিঘাত কী হতে পারে তা হয়তো বাইরে থেকে অনুমেয় নয়। কিন্তু এই যে বৈষম্য, যা ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চেয়েছে, তার বিরুদ্ধে কি কোনও প্রতিবাদের ঋজু আঙুল উঠেছিল আদৌ? কেউ কি এ প্রশ্ন করতে পেরেছিলেন, যে সাতের দশকের পর পুরুষ ক্রিকেটে কোনও একটি অফিশয়াল টেস্টের আচমকা টেস্ট মর্যাদা কেড়ে নিলে তার কী প্রভাব পড়ত আমজনতার মনে?

তবে এতো ঝড়ের মাঝেও ২০০৬ সালে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে আসে এক রেনেসাঁ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অর্থাৎ বিসিসিআই অর্থাৎ বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া যথাযথ মনোযোগ দেয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের দিকে। বিসিসিআই-এর তরফ থেকে আর্থিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা হয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে। শুধু তাই নয়, মহিলা ক্রিকেটকে নিয়ে আসে তাদের অধীনেও। এরপর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের মাইল স্টোন ছোঁয়া বলতে ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডে ৫০-ওভারের বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছানো আর তারপর ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছানো। যার নিট ফল, দীর্ঘ ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আজ এক শক্তপোক্ত জায়গায় এসে দাঁড়ানো। এর শুরু শান্তা রঙ্গস্বামী থেকে ডায়না এডুলজি থেকে। এই ব্যাটন পরে বহন করেন মিতালি রাজ থেকে স্মৃতি মান্ধানারা। দীর্ঘ এই লড়াইয়ে ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজের মতো অভিজ্ঞ প্লেয়ারদের পাশাপাশি সফল ভাবে উঠে এসেছে রিচা ঘোষ, হরমনপ্রীত কৌর-দের মত কিছু প্রতিভাও। সম্মান, অর্থ, পরিচিতি বেড়েছে আগের থেকে অনেক বেশি। ভারতীয় অসামরিক সম্মান যেমন পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য মনোনীতও হয়েছেন মহিলা ক্রিকেটাররা। কিন্তু বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে আদৌ বৈষম্য দূর হয়েছে কি না তা নিয়েই। প্রশ্ন উঠেছে, সত্যিই কি পুরুষদের এবং মহিলাদের ক্রিকেটকে এক ই মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয় কি না তা নিয়েও।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ২০০৫-এ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল। পরাজয় মানতে হয় একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার কাছেই। এর ঠিক ১২ বছর পর একই সাফল্য পান তাঁরা। তবে এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, ২০১৭-এর বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা দল প্রচার পায় অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বকাপের রং যেন অনেকটাই বদলে যায়। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় দর্শক ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ ম্যাচ ভারতে সরাসরি সম্প্রচারও করা হয়। সমস্ত ভারতীয় ম্যাচের জন্য একটি পৃথক হিন্দি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এটা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নিঃ সন্দেহে এক বড় প্রাপ্তি।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের আরও বড় একটা সমস্যা হল, যাঁরা মানসিক ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন এমন সব অল্পবয়সী প্রতিভাদের খুঁজে বের করা। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি নজর দেওয়া দরকার তাঁদের আর্থিক দিকেও। কারণ, এমন অনেকেই আছেন যাঁদের প্রতিভা থাকলেও শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এগিয়ে আসতে পারছেন না ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতেই পারি ভারতী ফুলমালির কথা। ২০০৪ সালে ভারতী ফুলমালির যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁকে দেখা যেত মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর গলিতে এবং রাস্তার পাশে স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে। তাঁর ক্রিকেট আগ্রহ জন্মায় পরিবারের সাথে টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে দেখতে। ফুলমালির এই প্রতিভা নজরে পড়ে তাঁর শিক্ষকদের। মেয়ের প্রতিভা নজর এড়ায়নি ফুলমালির বাবারও। এরপর ফুলমালির বাবাও মেয়েক উৎসাহ দেন ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে। কিন্তু বিসমিল্লায় গলদ। কারণ, জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দল থাকলেও অবকাঠামোর অভাব ছিল মহারাষ্ট্র ক্রিকেটের তৃণমূল পর্যায়ে। ফুলমালির বাবা মেয়ের জন্য একটা ক্লাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেও সবার তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের অনুশীলন করতে দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর হঠাৎ-ই ফুলমালির বাবার চোখে পড়ে এক ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিজ্ঞাপন। যেখানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল এক গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের। এদিকে ওই ক্যাম্পে ভর্তি হওয়া ছিল ব্যয়বহুল। ফলে এর জন্য তাঁর বাবাকে বেশ কিছু টাকা ধারও করতে হয়। এরপরের ঘটনাটা ইতিহাস। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে ভারতী ফুলমালি নিঃসন্দেহে এক নির্ভরযোগ্য নাম। কিন্তু ভারতে এমন হয়তো বহু ভারতী ফুলমালি রয়েছেন যাঁরা হয় এগিয়ে আসতে পারছেন না আর্থিক কারণে অথবা নিজেদের প্রমাণ করার পাচ্ছেন না কোনও সুযোগ। আর এই সব কারণেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কুঁড়িরা ফুল হয়ে ফোটার আগেই পড়ছেন ঝরে।

তবে সবশেষে একটা কথা বলতেই হয়, মিতালি রাজ, স্মৃতি মন্ধানা বা শেফালি ভার্মারা হয়তো ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ম্যাচ জেতাচ্ছেন। এরই পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানচিত্রে মহিলা ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতীয় দলকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ট্রেনিং। এরপরও মহিলা ক্রিকেটের যে ভিত্তিগত ত্রুটি বছরের পর বছর থেকে গেছে, তা কোথাও গিয়ে ওই বৈষম্যের সপক্ষেই দাঁড়াচ্ছে। যেমন, জাহির খানের পাশাপাশি ঝুলন গোস্বামী দুশোর বেশি আন্তর্জাতিক উইকেটের পরেও ক্রিকেট রসিকদের মনে একইমাত্রায় অভিঘাত তৈরি করতে তা অক্ষম। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, স্মৃতি মন্ধানার দুরন্ত সেঞ্চুরির পর যখন তাঁর অফসাইডে ধ্রুপদী ব্যাটিং-এর জন্য ওয়াসিম জাফর বলছেন 'অফসাইডের ঈশ্বরী', ঠিক তখন আমজনতার একটা বড় অংশের কাছে সেই অফস্টাম্পের বলে ড্রাইভ বা কাটের চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তাঁর রূপ, হেলমেট খোলার পর এলোমেলো চুলে তাঁর মায়াবী মূর্তি।

বিরাট কোহলির পেশিবহুল শরীর বা ট্যাটু হতেই পারে আকর্ষণীয় কিন্তু ক্রিকেটীয় ইতিবৃত্তকে তা ছাপিয়ে যেতে পারে না। মহিলা ক্রিকেটকে হয়তো ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে সেই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের আওতায় আমরা এখনও নিয়েই আসতে পারিনি যা অনায়াসে ঢেকে দিতে পারে এই অ-ক্রিকেটীয় ফ্রেম।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের চিরস্মরণীয় এক মহান নেত্রী সুচেতা কৃপালিনী

ডাঃ শামসুল হক

পুরুষদের মতো মেয়েরাও নিজেদের ইচ্ছেতেই এগিয়ে আসুক রাজনীতিরই মহামঞ্চে এবং সমান ও সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলুক তাদেরও মহামিছিল , সেটাই চেয়েছিলেন ভারতছাড়ো আন্দোলনের মহান নেত্রী সুচেতা কৃপালিনী। সেই আন্দোলনের স্রোত যখন তোলপাড় শুরু করে দিয়েছিল সমগ্ ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত তখন তারই টানে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিয়েই। আর সেইসময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন অরুণা আসফ আলি, ঊষা মেহতার মতো নেত্রীরাও। তাঁদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি আবার বেছে নিয়েছিলেন নিজের চলার পথও।

সুচেতা কৃপালিনী মনে করতেন মেয়েরা যদি স্বেচ্ছায় এগিয়ে না আসে তাহলে তারা তাদের নিজস্ব রূপ কোনভাবেই সঠিকভাবে প্রকাশ করার সুযোগও পাবে না। আর যদি সত্যি সত্যিই সেটা সম্ভব না হয় তাহলে দিনের পর দিন পিছিয়েই পড়তে হবে তাদের। তাই মেয়েদের জন্যই তাঁর গর্জে ওঠা । কলমও ধরেছিলেন তাদেরই উন্নতির কথা ভেবে । হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষের সামনে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, thousands of women have participated in the various struggles of the Congress– women had not been properly organised so far – and there was no woman organisation parallel to or as part of the Congress organisation.

১৯০৮ সালের ২৫ শে জুন জন্ম তাঁর আম্বালায়। বাঙালি ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর বাবা এস. এন মজুমদার ছিলেন। সরকারি চিকিৎসক । তাই কেবলমাত্র পেশার তাগিদেই তাঁকে ছুটে যেতে হত দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। সেখানেই ছিল তাঁর অস্থায়ী ঘরসংসারও । অতএব একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, যত্রতত্র ভ্রমণই ছিল তাঁর এবং তাঁর পরিবারের। অন্যতম এক নেশাও। আর ঠিক সেই কারণেই সুচেতাদেবীর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার কাজটিও চলেছিল একেবারে টালমাটাল পরিস্থিতিরই মধ্যে । আবার মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার কাজ টিও চলেছিল সেই একই ভাবে।

মাধ্যমিক উত্তীর্ণের পর দিল্লি চলে আসেন তিনি। ভর্তি হন সেখানকার সেন্ট স্টিফেন কলেজে। ইতিহাস ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয় বিষয়। সেটা নিয়েই ছিল তাঁর বিশেষ ভাবনা চিন্তা। আর তার উপর ভর করেই তিনি একের এক অতিক্রম করেছেন শিক্ষার প্রতিটা স্তরও।

১৯৩১ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম . এ পাশ করেন তিনি। তারপর চলে যান বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। সেখানেই ইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসেবে নতুন জীবন শুরু হয় তাঁর। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সকলের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠেন। ছাত্রছাত্রী সহ অধ্যাপক মহলেও বাড়ে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ।

সেইসময় আবার বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্য এক অধ্যাপক জে. বি. কৃপালিনীর সঙ্গে। একসময় সেই ঘনিষ্ঠতা আবার চরম রূপেই হাজির হয় তাঁদের সম্মুখে। আর তারই ফলস্বরূপ বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন তাঁরা। সেটা ১৯৩৬ সালের কথা। বাঙালি ব্রাহ্ম পরিবারের আদরিণী কন্যা সুচেতা মজুমদার হয়ে ওঠেন কৃপালিনী পরিবারেরই আদর্শ এক গৃহবধূ। তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য অবশ্য ছিল কুড়ি বছরের। সুচেতাদেবীর হতাশ এবং মিষ্টার কৃপালিনীর সাতল্লিশ। কিন্তু তাতে কখনই তাঁদের কোন সমস্যারই মুখোমুখি হতে হয় নি।

ছেলেবেলায় সুচেতাদেবী তাঁর বাবার মুখে শুনতেন অনেক গল্প। ভৌতিক কাহিনী, হাসির কথা, খেলাধুলা সহ আরও অনেক গল্প। শুনতেন দেশের কথাও। স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাও তাঁর বাবা শোনাতেন তাঁকে এবং তাঁর ছোট বোনকেও। সেই কাহিনী শুনতে শুনতেই একসময় তিনি জেনেছিলেন জালিয়ানবাগ হত্যাকাণ্ডের মারাত্মক ঘটনাও। আর পরবর্তীকালে সেটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাবনার মূল বিষয়বস্তুও। সেইসব কথা মনে পড়লে তিনি আবার বিব্রত বোধও করতেন। তখন অতি আচম্বিতেই তিনি হয়ে উঠতেন অন্য মানুষও।

দেশ ও দশের কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি মনে মনে সেজে উঠেছিলেন সৈনিকেরই সাজে। আর তারপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সংগ্ামেরই মূল স্রোতে। যোগ দেন স্বাধীনতা আন্দোলনে । নিজেকে পুরোপুরিভাবে উৎসর্গ করেন দেশমাতৃকারই সেবায় । তখন তাঁর দেখাদেখি তাঁর ছোট বোনও আবার অনুসরণ করেন দিদিরই চেনা পথ।

সেইসময় তাঁর সেই সক্রিয়তা দেখে ভীষণভাবে মুগ্ধ হন স্বয়ং গান্ধীজিও। আর তাঁর সেই অকৃত্রিম দেশ প্রেমের পুরস্কার হিসেবে একসময় তিনি সেই তেজস্বিনীর হাতেই তুলে দেন কস্তুরবা গান্ধীর নামাঙ্কিত ট্রাস্টের দায়িত্বভারও। ১৯৪৫ সালে পান তাঁকে দেওয়া হয় সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তা পালনও করেছেন।

দিন যত এগিয়ে চলে বাড়তে থাকে সুচেতা কৃপালিনীর সংগ্ামের ঝাঁঝও । সমানভাবে বাড়তে থাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিও। একসময় অতি আনমনেই তা আবার পৌঁছে যায় পদ্মা নদীর ওপারেও। ১৯৪৬ সালে তিনি ছুটে যান নোয়াখালীতে। দাঁড়ান সেখানকার দাঙ্গাপীড়িত লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের পাশেও।

বাড়তে থাকে উত্তাপ। ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশ উদ্ধারের কাজে। একসময় আসে প্রত্যাশিত স্বাধীনতাও। খুশির উৎসে ভরপুর হয়ে ওঠে সকলের মনপ্রাণও। আনন্দের ঝিলিকও পৌঁছে যায় দেশের সর্বত্রই। ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্টের রাত, ১৫ই আগস্টের শুরুর মুহূর্তে সকলে মিলে এসে দাড়ান প্রথম স্বাধীনতা দিবসের আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার ই অভীপ্সায়। সেখানে সদ্য নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ভাষণের পর সমবেত কণ্ঠে গাওয়া বন্দমাতরম সঙ্গীত পরিবেশনে গলা মেলান তিনিও।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন তিনি। ১৯৫২ সালে নতুন দিল্লি লোকসভা কেন্দ্রে থেকে কংগ্রেস প্রার্থী মনমোহন সেহগলকে পরাজিত করে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন । তাঁর স্বামীর নিজের হাতে তৈরি কিষাণ মজদুর পার্টির প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচিত হন তিনি। পরে অবশ্য যোগ দেন কংগ্রেস দলে। পরপর জয়লাভও করেন লোকসভার প্রার্থী হিসেবেই।

একসময় প্রয়োজনের তাগিদেই লোকসভা ছেড়ে তাঁকে ঢুকতে হয় বিধানসভা কক্ষেও। দিল্লি ছেড়ে চলে আসতে হয় উত্তরপ্রদেশে। জয়ী হন সেখানকার বিধানসভা নির্বাচনেও। উত্তরপ্রদেশ সরকারের শ্রম, সমষ্টি ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে শপথও নেন। ১৯৬৩ সালে আবার হন সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও।

মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করার পরই কিন্তু বিশাল এক সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। সেইসময় চলছিল রাজ্য সরকারি কর্মীদের ধর্মঘট। মূলতঃ বেতন বৃদ্ধির তাগিদেই সেদিন তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন সেই পথ । সংগ্াম চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই । অবশেষে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁদেরই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সুচেতা কৃপালিনী এবং ৬২ দিনের মাথায় তাঁর হস্তক্ষেপেই মেটে সেই ঝামেলা। তৃপ্ত হন সকলে। দীর্ঘায়ু কামনা করেন সদ্য শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীরও । কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়নি তাঁদের। দীর্ঘ আয়ুর অধিকারীণিও হতে পারেননি তিনি। ১৯৭৪ সালের ১লা ডিসেম্বর মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সেই এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে।